গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি-সিডিএমপি

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপন ও ঝুঁকি নিরসন কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন

বাস্তবায়নে ঃ ঘুরকা ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ।

সূচী পত্র

মুখবন্ধ... I

কৃতজ্ঞতা স্বীকার...II

ভূমিকা ও পটভূমি ঃ

....০১

১। এলাকা পরিচিতি ঃ

....০১

২। কেন এ এলাকায় সিআরএ করা হলো ঃ

....০১

৩। স্টেকহোল্ডার ঃ

....০১

৩.১। কর্মশালার স্থান ও তারিখ ঃ

....০১

৪। স্থানীয় এলাকা, সমাজ ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিবরণ ঃ

....০২

৪.১। স্থানীয় এলাকা সম্পর্কিত বিবরণ ঃ

....০২

অবস্থান/ আয়তন ঃ

....০২

প্রকৃতি ঃ

....০২

জনসংখ্যা ঃ

....০৩

যোগাযোগ, অবকাঠামো ও ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

....০৩

শিক্ষার হার ঃ

....০৩

স্বাস্থ্য সেবা ঃ

....০৪

প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ

....০৪

ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ঃ

....০৪

সূচী পত্র

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার ঃ
....০৪
মাটির প্রকৃতি ঃ
....০৫
কৃষি ও খাদ্য ঃ
....০৫
বনায়ন ঃ
....০৫
জীব বৈচিত্র্য ঃ
....০৬
পানি ও পয়নিষ্কাশন ঃ
....০৭
পশু পালন ঃ
....০৭
৪.২। স্থানীয় সমাজ ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিবরণ ঃ
....০৭
সামাজিক স্তরবিন্যাস ঃ
....০৭
অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও পেশা ঃ
....০৮
ধর্মীয়/সামাজিক দল ঃ
....০৮
সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ঃ
....০৮
৫। স্থানীয় দুর্যোগ প্রেক্ষিত ঃ
....০৯
বন্যার ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ
....০৯
ঝড়ের ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ
....০৯
খরা প্রবণতার ভবিষ্যৎ বাণী ঃ
....১০

সূচী পত্র

জলাবদ্ধতার ভবিষ্যৎ বাণী ঃ

....১০

নদীভঙ্গন ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

....১০

শিলাবৃষ্টির ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

....১০

কুয়াশার ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

....১০

রোগ বালাই এর ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

....১০

৬। সরকারী/বেসরকারী বরাদ্দ ঃ

....১০

টিআর ঃ

....১০

কাবিখা ঃ

....১০

কাবিটা ঃ

....১১

কাবিখা, কাবিটা, টিআর এর পরিকল্পনা ঃ

....১১

ভিজিডি ঃ

....১১

৭। ঝুঁকি মোকাবেলার প্রচলিত পদ্ধতি ও প্রস্তুতি ঃ

....১১

বন্যা ঃ

....১১

ঝড় ঃ

....১১

খরা ঃ

....১১

নদীভাঙ্গন ঃ

....১২

সূচী পত্র

জলাবদ্ধতা ঃ
....১২
কুয়াশা ঃ
....১২
৮। এলাকা পরিভ্রমন ঃ
....১২
প্রক্রিয়া ঃ
....১২
৯। এলাকার সার্বিক আপদসমূহ ও বিপদাপন্নতা ঃ
....১৪
৯.১। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আপদসমূহ ঃ
....১৪
৯.২। আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি (**Seasonal Hazard Calendar**) ঃ
.........................১৪
প্রক্রিয়া ঃ
....১৪
বন্যা ঃ
....১৪
নদীভাঙ্গনঃ
....১৫
ঝড় ঃ
....১৫
খরাঃ
....১৫
জলাবদ্ধতা ঃ
....১৫
শিলাবৃষ্টি ঃ
....১৫
৯.৩। জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি (**Seasonal Livelihood Calendar**) ঃ
...................১৬
প্রক্রিয়া ঃ
....১৬

সূচী পত্র

কৃষি ঃ
....১৬
ক্ষুদ্রব্যবসা ঃ
....১৬
তাঁত শিল্প ঃ
....১৬
চাকুরী ঃ
....১৬
মৎস্যজীবি ঃ
....১৬
দিনমজুর ঃ
....১৬
রিক্সা/ভ্যান চালক ঃ
....১৬

৯.৪ । আপদের ক্ষতির মাত্রা ও সম্ভাব্যতা ঃ
....১৭
প্রক্রিয়া ঃ
....১৭
আপদের চাপাতি ডায়াগ্রাম ঃ
....১৮
বন্যাঃ
....১৯
নদীভাঙ্গনঃ
....১৯
ঝড় ঃ
....১৯
খরা ঃ
....১৯
জলাবদ্ধতা
ঃ..১৯
শিলাবৃষ্টি ঃ
....১৯

১০ । এলাকার সার্বিক বিপদাপন্নতা ঃ
....১৯

সূচী পত্র

১০.১ । বিপদাপন্ন খাত ঃ

....১৯

১০.২ । বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান ঃ

....২০

১০.৩ । বিপদাপন্ন এলাকাসমূহ ঃ

....২১

১১ । সামাজিক সম্পদ, অবকাঠামো ও বিপন্নতার মানচিত্র ঃ

....২১

১১.১ । সামাজিক মানচিত্র ঃ

....২১

১১.২ । আপদ মানচিত্র ঃ

....২৩

১১.৩ । ঝুঁকি মানচিত্র ঃ

....২৫

১২ । স্থানীয় ঝুঁকি পরিবেশ ঃ

....২৬

১২.১ । খাত ভিত্তিক ঝুঁকির বিবরণ ঃ

....২৬

১২.২ । ঝুঁকির বিশ্লেষন ও মূল্যায়ন ঃ

....২৭

১৩ । ঝুঁকি নিরসনের জন্য খসড়া বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়নঃ

....২৯

১৩.১ । ঝুঁকির কারণ ও নিরসনের সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিতকরণ ঃ

....২৯

১৩.২ । ঝুঁকিহ্রাসের উপায় ও কৌশল সমন্বয়করণঃ

....৩২

১৩.৩ । ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অগ্রাধিকার নির্ধারন ঃ

....৩৩

১৩.৪ । বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষন (মূল উপায়কে ঘিরে) ঃ

....৩৪

১৩.৫ । বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষন (বিকল্প উপায়কে ঘিরে) ঃ

....৩৫

সূচী পত্র

১৩.৬ । চলমান কার্যক্রম ও সীমাবদ্ধতা ঃ ৩৬

১৩.৭ । বাস্তবায়নযোগ্য খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন (মূল উপায়কে ঘিরে) ঃ ৩৬

১৩.৮ । বাস্তবায়নযোগ্য খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন (বিকল্প উপায়কে ঘিরে) ঃ ৩৭

১৪ । ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ বাস্তবায়নে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা ঃ ৩৭

১৪.১ । সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডারদের মতামতঃ ৩৭

১৫ । চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষনীয় বিষয় ঃ ৩৮

১৬ । উপসংহার ঃ ৩৮

পরিশিষ্ট

১ । স্টেকহোল্ডার পরিচিতি ঃ ৩৯

সমাপ্ত

ভূমিকা ও পটভূমিঃ

১। এলাকা পরিচিতি ঃ

০৪ নং ঘুরকা ইউনিয়নটি সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। রায়গঞ্জ উপজেলার মধ্যে অত্র ইউনিয়নটি আয়তন ৬৯১২ একর। ঘুরকা ইউনিয়নটি রায়গঞ্জ থানার ফুলজোড় নদী এবং বগুড়া ঢাকা মহাসড়কের উপর অবস্থিত। ঘুরকা ইউনিয়নে মোট গ্রাম সংখ্যা ৩৪ টি এবং মৌজা সংখ্যা ২৩টি। ইউনিয়নের জনগণ কোন বছরই বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা পায় না। এখানকার মানুষ প্রতিনিয়তই বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগের সাথে মোকাবেলা করে টিকে আছে।

২। কেন এ এলাকায় সিআরএ করা হলো ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় দীর্ঘ দিন ধরে দেশে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী ত্রান ও পুনর্বাসন নির্ভর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়ের ‘‘সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি)” অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপন ও নিরসনকল্পে একটি বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় সরকার ত্রান ও পুনর্বাসন নির্ভর দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল পরিবর্তন করে দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রাকৃতিক, পরিবেশগত এবং মানব সৃষ্ট আপদ সমূহের প্রভাব থেকে জনসাধারণ বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতাকে একটি প্রশমনযোগ্য এবং সহনীয় মানবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা ও খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিশ্চয়তার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে সিডিএমপি বাংলাদেশের ৭টি দুর্যোগ প্রবন জেলাকে পাইলট প্রকল্প এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করেছে তার মধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলা অন্যতম একটি।

রায়গঞ্জ উপজেলাটি সিরাজগঞ্জ জেলার অন্যতম দুর্যোগ কবলিত এলাকা। বন্যা নদীভাঙ্গন, ঝড়, খরা, আর্সেনিক, শৈত্যপ্রবাহ ও শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি আপদ সমূহ প্রতিনিয়তই পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ‘‘সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি)” আওতায় রায়গঞ্জ উপজেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের ঝুঁকি নিরুপন ও নিরসন কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি হ্রাস করে তাদের আপদকালীন বিপদাপন্নতা নিরসনের সহায়তা করবে।

৩। স্টেকহোল্ডার ঃ

ঘুরকা ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড থেকে কৃষক, প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন ও নারী প্রতিনিধিগণ এবং সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডার হিসাবে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, সরকারী কর্মকর্তাগণ, সিআরএ কর্মশালায় অংশগ্রহন করেছে। উল্লেখ্য যে, সিডিএমপির দেয়া গাইড লাইন অনুসরন করে সিআরএ অংশগ্রহনকারী নির্বাচন করা হয়েছে।

৩.১। কর্মশালার স্থান ও তারিখ ঃ

অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে এবং যোগাযোগের সুবিধার্থে সিআরএ কর্মশালার স্থান প্রথম ২ দিন সাবেক ২ ও সাবেক ৩ নং ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী কর্মশালাগুলি সোনাখাড়া ইউপি অফিসে আয়োজন করা হয়। কর্মশালা ১৬.০৪.০৭ ইং তারিখ হতে ৩১.০৫.০৭ ইং তারিখের মধ্যে সম্পূর্ন করা হয়

সিআরএ কর্মশালার তারিখ (সেশনভিত্তিক তারিখসমূহ)ঃ

দিন	ওয়ার্ড (সাবেক)	তারিখ	ধাপ	কাজ	অংশগ্রহণকারী	স্থান
১ম দিন	১	১৬.০৪.০৭	১-৩	১-৫	৬×৪ = ২৪ জন	ইউপি অফিস
-	২	১৭.০৪.০৭	১-৩	১-৫	৬×৪ = ২৪ জন	,,
-	৩	১৮.০৪.০৭	১-৩	১-৫	৬×৪ = ২৪ জন	,,
২য় দিন	১,২,৩	১৯.০৪.০৭	৪	৬-৮	প্রতিদল থেকে ২ জন করে এরূপ ১২ টি দল থেকে ১২×২ = ২৪ জন	,,
৩য় দিন	১,২,৩	২২.০৪.০৭	১-৪	একত্রীকরণ	সহায়ক,সহ-সহায়ক, মাঠ কর্মকর্তা	,,
৪র্থ দিন	১,২,৩	২৪.০৪.০৭	৫	প্রথম পরিকল্পনা	২য় দিনের অংশগ্রহনকারী ও পরোক্ষ ষ্টেকহোল্ডার	,,
৫ম দিন	১,২,৩	২৫.০৪.০৭	৬	১০-১৩	২য় দিনের অংশগ্রহনকারী	,,
৬ষ্ঠ দিন	১,২,৩	২৮.০৪.০৭	১-৬	একত্রীকরণ	সহায়ক,সহ-সহায়ক, মাঠ কর্মকর্তা	,,
৭ম দিন	১,২,৩	৩১.০৫.০৭	৭	চুড়ান্ত পরিকল্পনা	২য় দিনের অংশগ্রহণকারী এবং পরোক্ষ ষ্টেকহোল্ডার, (যেমনঃ ইউডিএমসি, ইউপি,এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ)	,,

৪। স্থানীয় এলাকা, সমাজ ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিবরণ ঃ

৪.১। স্থানীয় এলাকা সম্পর্কিত বিবরণ ঃ

অবস্থান/ আয়তন ঃ ০৪ নং ঘুরকা ইউনিয়নটি সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। রায়গঞ্জ উপজেলার মধ্যে অত্র ইউনিয়নটি আয়তন ৬৯১২ একর। এ ইউনিয়নটির উত্তরে রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়ন, পশ্চিমে সলংগা, পূর্ব পাশে রায়গঞ্জ উপজেলার নলকা ও দক্ষিনে উল্লাপাড়া উপজেলার বড়হর ইউনিয়ন অবস্থিত।

প্রকৃতি ঃ ইউনিয়নটি অত্যন্ত দুর্যোগ প্রবন এলাকা। ইউনিয়নটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ফুলজোড় নদী । প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছরই বন্যা ও নদীভাঙ্গন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত করে। সমতল ভূমি বেষ্টিত ঘুরকা ইউনিয়নটির বসত বাড়ী ও রাস্তা থেকে বিভিন্ন ফসলের মাঠ কিছুটা নিচু, বর্ষা মৌসুমে নীচু এলাকার ফসলের মাঠ গুলো বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত করে। শীতকালে সরিষা সহ বিভিন্ন রবি শস্যের চাষাবাদ করা হয়। ইউনিয়নের বসতবাড়ীর আঙিনায় ও বিভিন্ন রাস্তার পাশে গাছপালা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। যোগযোগ ব্যবস্থা একেবারেই অনুন্নত, অনেক ক্ষেত্রে পায়ে হাঁটা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না ।

জনসংখ্যা ঃ গত ২০০১ সালের ইউনিয়ন পরিষদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঘুরকা ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ৩১৮৪২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৬৪৭৩ জন এবং মহিলা ১৫৩৬৯ জন।

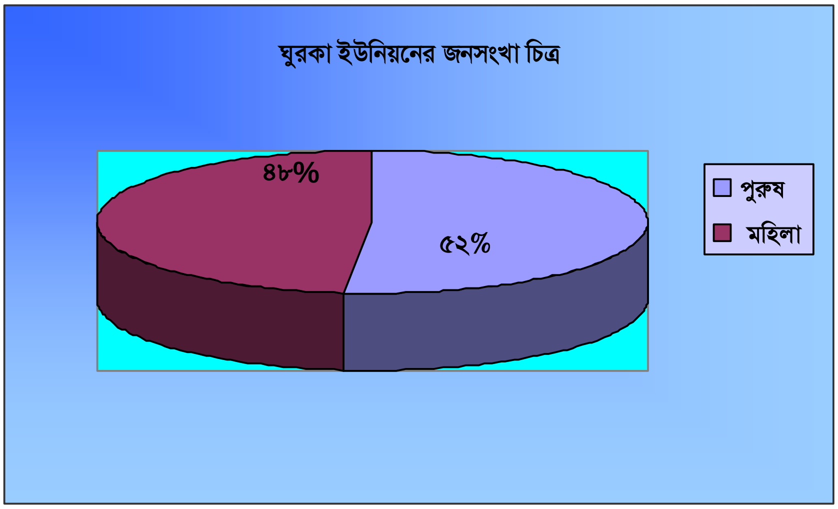

যোগাযোগ, অবকাঠামো ও ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ ঘুরকা ইউনিয়নের কিছু কিছু জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই অনুন্নত। বর্ষার সময় ইউনিয়নের অনেক জায়গায় চলাচলের একমাত্র বাহন নৌকা। শুষ্ক মৌসুমে ভ্যান/রিক্সা/বাইসাইকেল একমাত্র বাহন। অনেক ক্ষেত্রে পায়ে হাটা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না।

শিক্ষার হার ঃ ইউনিয়নের শিক্ষার হার প্রায় ৩৭%। ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৩ টি, উচ্চ বিদ্যালয় ০৫ টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ০২ টি, কলেজ ২টি, মাদ্রাসা-৮টি,মন্দির-১৫টি।

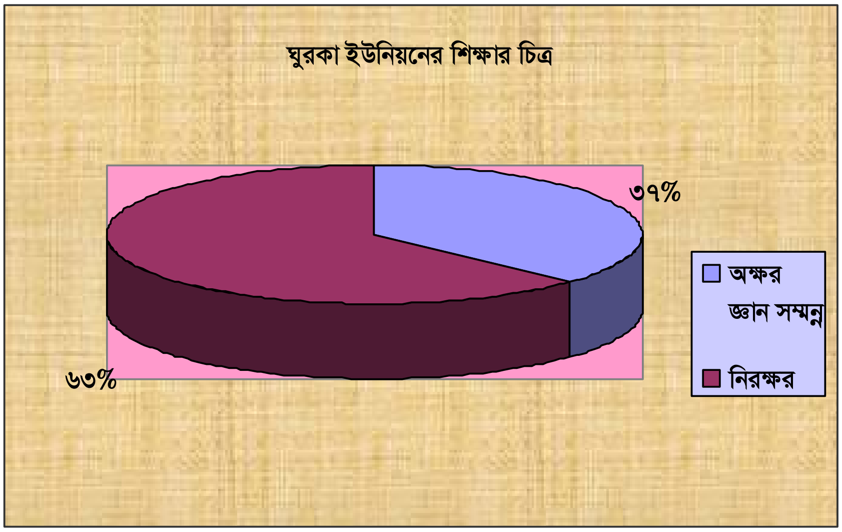

স্বাস্থ্য সেবা ঃ ঘুরকা ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চিত করার জন্য ১টি ‘‘ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র”, ১ টি ‘‘কমিউনিটি ক্লিনিক” ও ১টি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এছাড়া বিভিন্ন হাঁট-বাজারে ও গ্রামে রয়েছে গ্রাম্য ডাক্তার, কবিরাজ ও ঔষধের দোকান । ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি ও ডাক্তার না থাকায় ইউনিয়নের চিকিৎসা সেবার মান একেবারেই নগণ্য। জটিল কঠিন রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার জন্য ইউনিয়ন বাসীদের উপজেলা ও জেলা শহরের চিকিৎসকদের স্মরনাপন্ন হতে হয় (তথ্য সূত্রঃ এফজিডি এবং ইউপি)।

প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্য রয়েছে আবাদী জমি, অনাবাদী জমি, খাল, নদী, বিল, ডোবা, পুকুর, গাছপালা (আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, মেহগনি, ইউক্লেলিপটাস, পাইকোর, কামরাঙ্গা, জলপাই, শিমুল, কড়াই, নিম, অর্জুন ইত্যাদি), পানি ও মৎস্য ইত্যাদি।

ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ঃ মসজিদ-২৫ টি, মন্দির ১৫টি, হাঁট বাজার-৪টি, খেলার মাঠ-৪টি, ডাকঘর-৫ টি।

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার ঃ ইউনিয়নের মোট জমির পরিমান প্রায় ৬৯১২একর। ঘুরকা ইউনিয়নে আবাদী জমির পরিমান ৫১৯৩.৩৪ একর প্রায় এবং অনাবাদী জমি ১৭২১.৮১ একর। আবাদী জমিতে ধান, পাট, কলাই, ভূট্টা, বেগুন, আলু, মরিচ, আখ, পিঁয়াজ ও বাদাম চাষ করা হয়। আবাদী জমির মধ্যে ২৩ % এক ফসলী, ৪৭ % দুই ফসলী ও ৩০% তিন ফসলী।

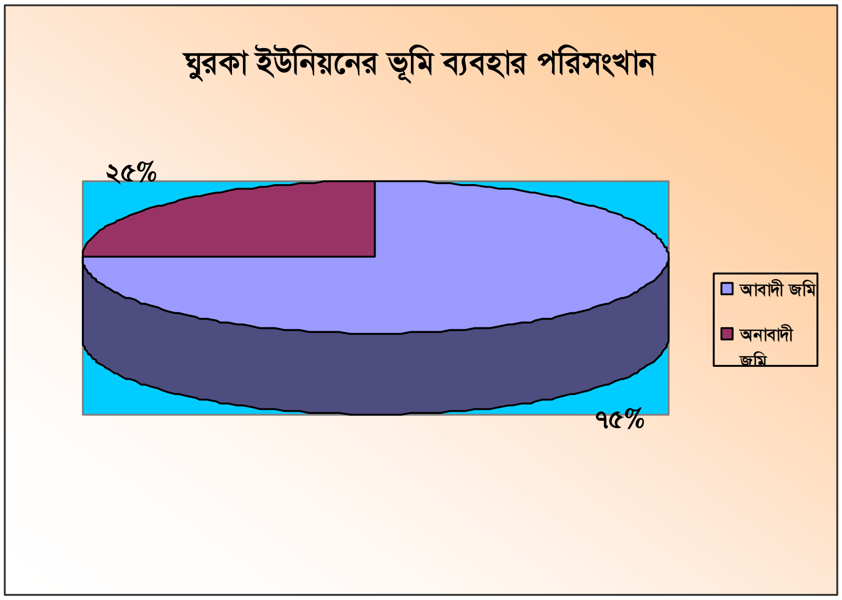

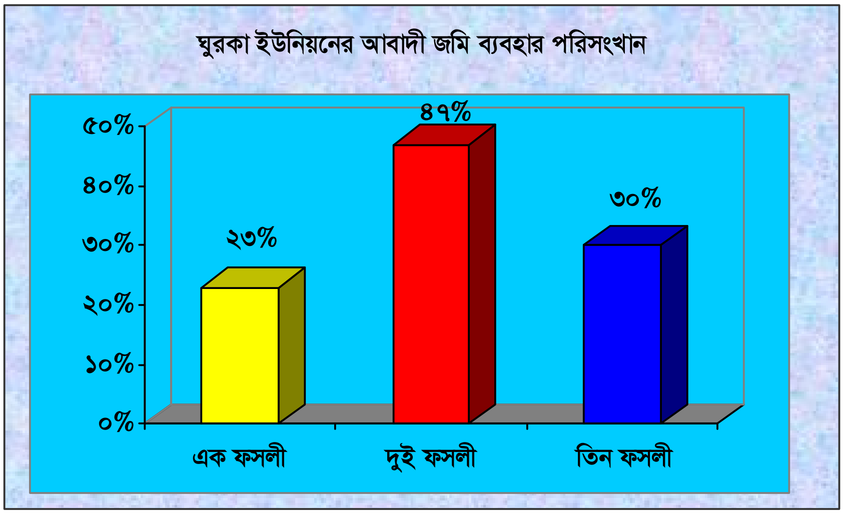

মাটির প্রকৃতি ঃ

ঘুরকা ইউনিয়নে কৃষি জমির মাটি দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ, এটেল। চরাঞ্চলের মাটি বেলে এবং রাস্তা ও বসতবাড়ীর মাটির প্রকৃতি বেলে ও বেলে দো-আঁশ।

কৃষি ও খাদ্য ঃ ঘুরকা ইউনিয়নের লোকজনের প্রধান পেশা হচ্ছে কৃষি। রবি মৌসুমে (অগ্রহায়ন-চৈত্র) পিয়াজ, গম, সরিষা, মুশরী, খেশারী ও শীতকালীন শাক-সব্জী চাষাবাদ হয়। খরিপ মৌসুমে (চৈত্র-অগ্রহায়ন) পাট, বোনা আউস, বোনা আমন ধান ও রোপা আমন ধান উৎপন্ন হয়। পাট কাটার পর এ মৌসুমে স্বল্প পরিমানে শাক-সব্জীও চাষ হয়। ইউনিয়নের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট এবং রোপা আমন ধান। তন্মধ্যে খাদ্যশস্য জাতীয় ফসলই প্রধান। উক্ত ইউনিয়নের চাষাবাদে সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি আধুনিক পদ্ধতিতেও চাষাবাদ করা হয়। যেমন- কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাঙ্গল-বলদের পরিবর্তে ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষাবাদ করা হয়। প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে প্রতিটি মাঠে শ্যালো মেশিন বসিয়ে ফসলের ক্ষেতে প্রয়োজনীয় সেচ দেওয়া হয়।

বনায়ন ঃ প্রয়োজনের তুলনায় ঘুরকা ইউনিয়নে গাছপালার পরিমান কম। আজ থেকে ২০/২৫ বছর পূর্বে এ ইউনিয়নে পর্যাপ্ত পরিমানে ঝোঁপঝাড় ও গাছপালা ছিল, যার এক তৃতীয়াংশও এখন আর নেই। নদী ভাঙ্গন. চাষাবাদের প্রয়োজনে আবাদী জমি বৃদ্ধি, নতুন নতুন বসতবাড়ী নির্মান, স্থানীয় প্রজাতির গাছপালা নির্বিচারে কর্তন করার কারনে ইউনিয়নের গাছ পালা সম্পদ কমে গেছে। কিছু কিছু রাস্তার ধারে বনায়ন, প্রতিষ্ঠান বনায়ন ও কিছু কিছু ফসলী জমির পার্শ্বে ইউক্যালিপটাস গাছ আছে। প্রাকৃতিক বন তেমন নেই, তবে রাস্তার পার্শ্বে, বসতবাড়ীর আশেপাশে জন্মানো দেশীয় প্রজাতির সামান্য গাছপালা থাকলেও বৃক্ষ রোপনের তুলনায় বৃক্ষ নিধনই বেশী হচ্ছে। ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি বসত বাড়ীতে কম বেশী ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছপালা আছে। ইদানিং বসত বাড়ীতে বৃক্ষ রোপনের হার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে ফলজ গাছের সংখ্যা খুবই কম। কেননা বন্যার পানিতে আম ও কাঁঠাল গাছ প্রতি বছরই মারা যায়। কিছু কিছু ঔষুধি গাছ (নিম, অর্জুন) লক্ষ্য করা যায়।

জীব বৈচিত্র্য ঃ

ঘুরকা ইউনিয়নের জীববৈচিত্রের মধ্যে রয়েছে এখানকার জলজ উদ্ভিদ, বৃক্ষ সম্পদ, স্থলজ ও জলজ প্রাণীকুল, বিভিন্ন জাতের পাখী ইত্যাদি । যা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল ।

গাছপালাঃ

আম, জাম, কাঁঠাল, পিয়ারা, মেহগনি, ইউক্যালিপটাস, শিশু, শিমুল, কদম, বাবলা, তালগাছ, ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয় ।

এখানকার কাঠজাতীয় বৃক্ষের মধ্যে মেহগিনি, শিশু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

ফুলঃ

জবা, গাদা, ঘাসফুল, বেলী ইত্যাদি ।

ফলঃ

আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, কুল, পেয়ারা, তাল, নারিকেল, সুপারী ইত্যাদি । তবে জাম, খেজুর, কদবেল, তেঁতুল, আমড়া, কামরাংগা, সজনে,লিচু, ডালিম, লেবু, জামরুল এ জাতীয় ফল খুব কম দেখা যায় ।

ভেষজ গাছপালাঃ

নিম, অর্জুন, আকন্দ, তুলসী, স্বর্ণলতা, দূর্বা, ভাদলা প্রভৃতি ।

জলজ উদ্ভিদঃ

কচুরিপানা, শাপলা, কলমীলতা, শেওলা ইত্যাদি ।

বন্যপ্রাণী ঃ

পাতিশিয়াল, খেঁকশিয়াল, বেজী, বাগডাসা, শুকর, কাঠবিড়ালী ইত্যাদি খুবই কম ।

স্তণ্যপায়ী প্রাণীঃ

বাদুর, চামচিকা ।

সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী ঃ

সাপ, গুইসাপ, মেটে সাপ, ধোড়া সাপ, কুইচা, কচ্ছপ, কুনো ব্যাঙ প্রভৃতি ।

উভচর প্রাণীঃ

সোনা ব্যাঙ, জলা ব্যাঙ ।

পাখীঃ

শালিক, চড়ুই, কাক, বক, ঘুঘু, কাকাতুয়া, হলদে পাখি, বাবুই, টুনটুনি, কোকিল, কাঠঠোকরা, কবুতর, পানকৌড়ি, দোয়েল, সুইচোরা ইত্যাদি ।

অতিথি পাখি ঃ

গাংচিল, পানকৌড়ী, বালিহাঁস । (অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি আসে এবং ফাল্গুনের মাঝামাঝি চলে যায়)

মৎস্য সম্পদ ঃ

পুঁটি, টাকী, শোল, গজার, কৈ, শিং,মাগুর, ভেদা, খলিসা, চুচড়া, টেপা, বাইলা, চিংড়ি, বাইম, টেংরা, কাকিলা, খসল্লা, চিতল, আইড়, বোয়াল, কালবাউস, বাঁচা, রুই, কাতলা, মৃগেল, বাগাইড়, পাবদা, মলা, কাচকি ইত্যাদি ।
পুকুরে চাষকৃত মাছ ঃ রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, মিররকার্প, স্বরপুটি, পাংগাস ইত্যাদি ।

পানি ও পয়নিষ্কাশন ঃ

ঘুরকা ইউনিয়নের সকল এলাকায় অগভীর নলকুপের পানিতে সামান্য পরিমানে আর্সেনিক সনাক্ত হয়েছে। আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি প্রাপ্তির লক্ষ্যে অত্র ইউনিয়নে এ পর্যন্ত কোন প্রকার গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয় নাই । অত্র ইউনিয়নের প্রায় বেশীরভাগ পরিবারই অগভীর নলকূপের পানি পান করে ।

স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার ব্যবহার বা নিরাপদ স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে ঘুরকা ইউনিয়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক । জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদের রিংস্লাব বিতরন কর্মসূচী, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বিভিন্ন এনজিওদের কর্মকান্ডের কারণে ইউনিয়নের প্রায় ৮৫% পরিবার স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারের আওতায় এসেছে ।

পশু পালন ঃ

প্রায় ৫০ ভাগ লোক বিভিন্ন প্রকার পশু পালন করে থাকে (সেকেন্ডারী তথ্যানুযায়ী) । এখানে প্রয়োজনীয় চারণভূমি থাকায় গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, ইত্যাদি পালন করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অর্থ উপার্জন করে থাকে। তবে অর্থনৈতিক সংকটে অনেক দরিদ্র জনগোষ্ঠী পশু পালন করতে পারে না, তবে তারা বসতবাড়ীতে যথেষ্ঠ পরিমানে হাঁস-মুরগী, কবুতর, রাজহাঁস ইত্যাদি পালন করে থাকে ।

৪.২ । **স্থানীয় সমাজ ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিবরণ**

সামাজিক স্তরবিন্যাস ঃ ঘুরকা ইউনিয়নে চার শ্রেণীর লোক বসবাস করে । যথা :-

১) গরীব ও ভূমিহীন ঃ ২৫ %

২) নিম্ন মধ্যবিত্ত ঃ ৫৮ %

৩) মধ্যবিত্ত ঃ ১২ %

৪) ধনী ঃ ৫% *(তথ্য সূত্র ঃ ইউনিয়ন পরিষদ)* ।

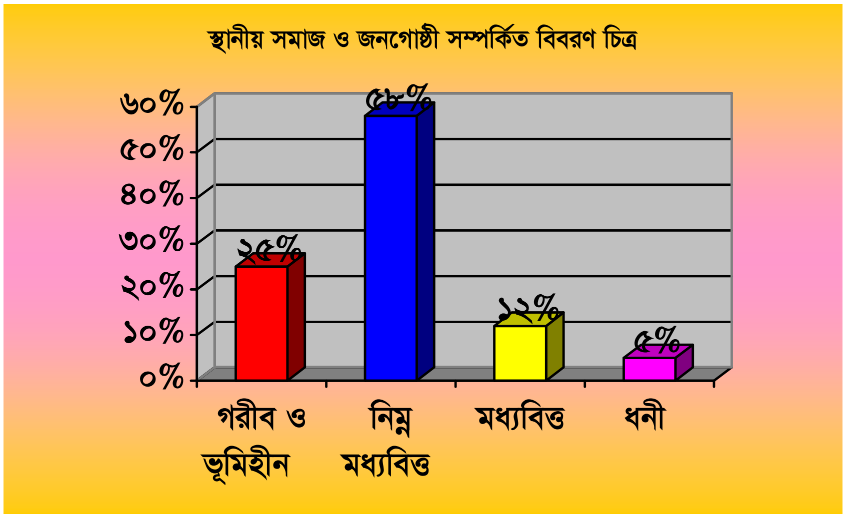

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও পেশা ঃ

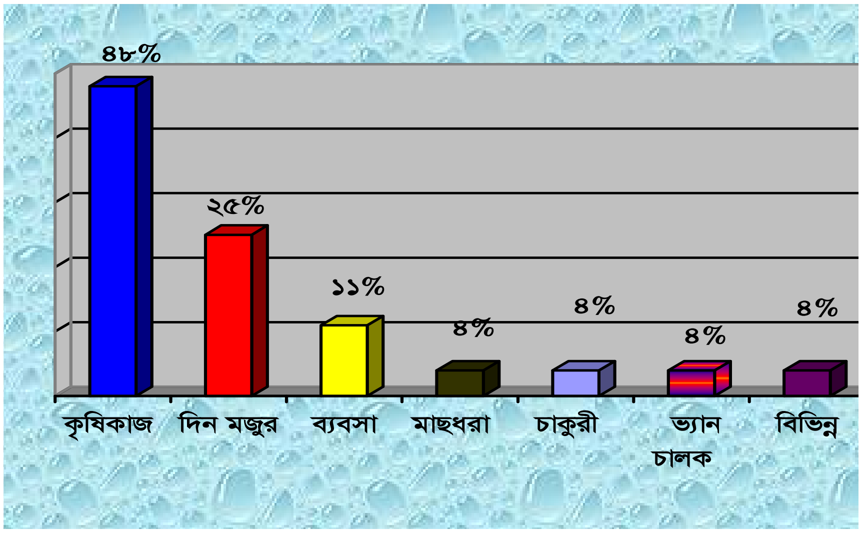

(তথ্য সূত্র ঃ এফজিডি, ইউনিয়ন পরিষদ)

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও পেশা ঃ

ধর্মীয়/সামাজিক দল ঃ

ঘুরকা ইউনিয়নে মূলতঃ মুসলিম ও হিন্দু ধর্মের লোক বসবাস করে। ইউনিয়নের লোকসংখ্যা প্রায় ৩১৮৪২ জন। এর মধ্যে মুসলিম ৮০% ও হিন্দু ১৯.৫৬ %। ধর্মীয়/সামাজিক ব্যক্তিগণ খুব সুন্দর ভাবে সমাজ পরিচালনা করেন। এখানে সামাজিক ও ধর্মীয় কোন প্রকার বিরোধ নেই। স্ব-স্ব ধর্মের লোক স্বাধীন ভাবে তাদের ধর্ম পালন করে। শুধুমাত্র সামাজিক আচার অনুষ্ঠান যেমনঃ বিয়ে, জন্ম দিন এবং সমাজের অন্যান্য আচার অনুষ্ঠান সকলেই মিলে মিশে পালন করে থাকে। নারী পুরুষের কোন প্রকার ভেদাভেদ নেই। ছেলেমেয়েরা একসাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। পূর্বের তুলনায় এখন ছেলে ও মেয়ে উভয়ই সমহারে লেখাপড়া করে। সামাজিক কাজকর্মে এবং চাকুরী করার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহনে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। ইউনিয়নে এনজিওদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন ও উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে নারী সমাজ আগের তুলনায় যথেষ্ট সচেতন। পরিবারে নারীরা অর্থ উপার্জনে ও সঞ্চয়ে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ঃ

ঘুরকা ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের লোকজনের অংশগ্রহণে এখানে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন রয়েছে। সামাজিক সংগঠনগুলো ইউনিয়নের সেবা মূলক ও আইনশৃংখলা রক্ষার কাজ করে থাকে। রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তাদের নিজ নিজ সমর্থিত দলের হয়ে কাজ করে। সেই সাথে এলাকার সেবা মূলক কাজকর্মে অংশগ্রহন করে। সামাজিক সংগঠন গুলোর মধ্যে আছে ঃ

- স্থানীয় সরকার পরিষদ।
- স্থানীয় হাট ও বাজার।
- স্থানীয় বিভিন্ন সমিতি।
- ইউপি আনসার ও ভিডিপি।
- গ্রাম সরকার ও
- স্থানীয় বিভিন্ন ক্লাব।

রাজনৈতিক সংগঠন গুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ।
- বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ।
- জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ।

আওয়ামী লীগ ও জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থনই বেশী অন্যান্য দলের অবস্থান বেশ দূর্বল ।

(সূত্র ঃ এফজিডি, ইউনিয়ন পরিষদ)

৫ । স্থানীয় দুর্যোগ প্রেক্ষিত ঃ

ঘুরকা ইউনিয়নে বৃষ্টিপাতের ধারা পূর্বের তুলনায় কখনো খুব বেশী আবার কখনো খুব কম । প্রয়োজন অনুসারে বৃষ্টিপাত হয় না । জৈষ্ঠ্য মাস হতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের ধারা মাঝে মাঝে এত বেশী যে কৃষি জমির বীজতলা সহ অন্যান্য ফসলাদি একেবারে নষ্ট হয়ে যায় । পক্ষান্তরে তাপদাহের প্রবণতাও কম নয় । চৈত্র বৈশাখ মাসের খরায় কৃষি জমির বিভিন্ন ফসলাদি নষ্ট হয়ে উৎপাদন মাত্রা একেবারেই কমে যায় । যার ফলশ্রুতিতে খাদ্যের সংকট দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে । ২-৩ বছর পরপর খরা ও শিলাবৃষ্টি উক্ত এলাকার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে । নদী ভাঙ্গনের পরিমান অতীতের তুলনায় বর্তমানে খুব বেশী ।

বন্যা উক্ত এলাকার মানুষের বেশী ক্ষতি করে চলেছে । পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বন্যা খুব বেশী হয় । আবার পানির উচ্চতাও অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায় । তখন মানুষ অত্যন্ত নিরূপায় হয়ে পড়ে । ভূগর্ভস্থ পানির অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার ফলেই বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের প্রভাব অতি মাত্রাই বৃদ্ধি পেয়েছে । বন্যার স্থায়িত্বতা ছিল প্রায় ২০-৩৫ দিন পর্যন্ত । বন্যা প্রতি বছর এমনকি বছরে একাধিক বারও মানুষের ক্ষতি করে ।

খরা ও শিলাবৃষ্টির প্রবনতা পূর্বের তুলনায় বেশী হলেও ২-৩ বছর পরপর আসে । এলাকায় কোন লবনাক্ততা লক্ষ্য করা যায় না এবং ভবিষ্যতে ও লবনাক্তার কোন প্রভাব পড়বে বলে মনে হয় না । টর্নেডো অত্র এলাকায় ৬-৭ বছরের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি । অত্র ইউনিয়নে শৈতপ্রবাহের কারণে ২-৩ বছর পরপর মানুষের স্বাস্থ্যহা্নী ও ফসলের কিছুটা ক্ষতি হয় ।

বন্যার ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

বিগত ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে যে বন্যা হয়েছিল তা অত্যন্ত ভয়াবহ । ২০০৪ সালে মোটামুটি বন্যা হয়েছিল কিন্তু এতটা ভয়াবহ রূপ ধারন করেনি । তবে জনগণের ঘরবাড়ী ও কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল ।

ঝড়ের ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

ঝড়ে জনগণের জানমাল, কৃষি ফসল ইত্যাদির ব্যাপক ক্ষতি হয় । বিশেষ করে ২-৩ বছর পরপর কালবৈশাখী ঝড়ে অত্র এলাকার ইরি ধানের ব্যাপক ক্ষতি করে । পূর্বের তুলনায় ঝড়ের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে ।

খরা প্রবণতার ভবিষ্যৎ বাণী ঃ

সাম্প্রতিক সময়ে খরায় কৃষি জমি বিভিন্ন ফসলাদি নষ্ট হয়ে জনসাধারনের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে। তবে কৃষি জমিতে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা না করলে অত্র এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।

জলাবদ্ধতার ভবিষ্যৎ বাণী ঃ

ঘুরকা ইউনিয়নে জলাবদ্ধতার কারণে অনেক কৃষি জমি সময়মত চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়না। এর আশু সমাধানের পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে এর ব্যপকতা আরো বাড়তে পারে।

নদী ভাঙ্গনের ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

ঘুরকা ইউনিয়নে প্রায় প্রতি বছরই নদী তীরবর্তী অঞ্চল ভাঙ্গছে। প্রতিরোধ করতে না পারলে ভবিষ্যতে এর ভয়াবহতা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।

শিলাবৃষ্টির ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

শিলাবৃষ্টিতে কৃষি ফসল, গাছপালা-র বেশি ক্ষতি করে। ২-৩ বছর পর পর এর ব্যপকতা পরিলক্ষিত হয়।

কুয়াশার ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

কুয়াশা ক্ষেতের ফসল সহ জন-জীবনের তথা বৃদ্ধ/বৃদ্ধার ও শিশুদের বেশী ক্ষতি করে। বিগত ৫ বছরে দেখা যায় প্রায় প্রতি বছরই ৮-১০দিন স্থায়ী থেকে ঘন কুয়াশা জন-জীবন ও কৃষি ফসলের ক্ষতি করেছে।

রোগ বালাই এর ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

মৎস ও কৃষি ক্ষেতের ব্যপক ক্ষতি করে। এর ব্যপকতা রোধ করতে না পারলে ভবিষ্যতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিরাট অন্তরায় হয়ে দাড়াবে।

৬। সরকারী/বেসরকারী বরাদ্দ ঃ

টিআর,কাবিখা,কাবিটা, ও ভিজিডি সম্পর্কে নিম্মে আলোচনা করা হলো ঃ

টিআর ঃ

ঘুরকা ইউনিয়নে টিআর এর অধীনে বন্যা ও বিভিন্ন দুর্যোগকালীন সময়ে গরীব ও দুস্থদের মাঝে ৩ মাস পর্যন্ত ১০ কেজি হারে চাল প্রদান করা হয়। এটা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। টিআর এর অধীনে ছোট ছোট প্রকল্প হাতে নিয়ে রাস্তাঘাট, ব্রীজ- কালভার্ট ইত্যাদি মেরামত ও নির্মান করা হয়।

কাবিখা ঃ

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচীর আওতায় রাস্তাঘাট নির্মান, সংস্কার, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়। উক্ত কাজগুলো স্থানীয় সরকার এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এতে দরিদ্র মানুষের কিছুটা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলেও তা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।

কাবিটা ঃ

কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসূচীর আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং উপজেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ব্রীজ, কালভার্ট নির্মান ও বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কাজ হয়ে থাকে । যদিও এ সকল বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল ।

কাবিখা, কাবিটা, টিআর এর পরিকল্পনাঃ

২০০৭ অর্থ বছরে কাবিখা, কাবিটা, টিআর এর কোন পরিকল্পনা নেই । সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জানা যায় কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ আসার পর (বরাদ্দ অনুযায়ী) পরিকল্পনা করা হয় ।

ভিজিডি ঃ

ঘুরকা ইউনিয়নে ভিজিডি কার্যক্রম দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে চালু আছে। এ কার্যক্রমের অধীনে প্রতিটি ভিজিডি কার্ডধারীরা ২৫ কেজি হারে প্রতি মাসে পুষ্টি আটা পেয়ে থাকে । ইহাও চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ।

(তথ্য সূত্র ঃ ইউপি পরিষদ)

৭ । দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলার প্রথাগত প্রস্তুতি ও মোকাবেলার ব্যবস্থা ঃ

ঘুরকা ইউনিয়নের জনগণ প্রতিনিয়তই কোন না কোন দুর্যোগ মোকাবেলা করে চলছে । দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে তা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

বন্যা ঃ

- অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নেয় ।
- স্কুলের মাঠে বা উঁচু রাস্তার উপর আশ্রয় নেয় ।
- গরু, ছাগল নিরাপদ/উঁচু স্থানে সরিয়ে নেয় ।
- কলা গাছের ভেলায় বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে ।
- বসত বাড়ীতে মাচান বা টোং (মাচা) বেধে বসবাস করে ।

ঝড় ঃ

- কোন কোন পরিবার ঝড়ের মৌসুম আসার পূর্বেই দূর্বল ঘরবাড়ী মজবুত ও মেরামত করে (সংখ্যায় খুব কম) ।
- কেউ কেউ বাড়ীর আশেপাশে বৃক্ষ রোপন করে (সংখ্যায় খুব কম) ।

খরা ঃ

- কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থা করে (গরীব কৃষকদের পক্ষে যা অত্যন্ত ব্যয় বহুল) ।
- সেচ দিয়ে যে সকল ফসল চাষ করা সম্ভব সে গুলো চাষ করে । যেমন ঃ আউশ, আমন ধান, পাট, ভুট্টা ইত্যাদি ।
- খরাকালীন সময়ে লাউ, কুমড়া জাতীয় সবজি গাছের গোড়ায় কচুরিপানা ও খরকুটা দিয়ে ঢেকে রেখে আদ্রতা ধরে রাখে ।
- বৃষ্টির জন্যে মুসল্লিগণ একসাথে জমায়েত হয়ে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী প্রার্থনা করে, ব্যাঙ এর বিয়ে দেয় ।

জলাবদ্ধতা ঃ

- জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেউ কেউ সেচের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা প্রভাব নিরসনের চেষ্ট করে।

নদী ভাঙ্গন ঃ

- নদীর তীরবর্তী স্থান হতে বসতবাড়ী স্থানান্তর করে (অন্যের জায়গায়, খাস জমিতে, আত্নীয় স্বজনদের বাড়ীতে ইত্যাদি)।
- নদীর তীরবর্তী কৃষি জমির ফসল দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ৮০% পাকলে তা সংগ্রহ করে।

৮। এলাকা পরিভ্রমনঃ

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে অংশগ্রহণকারী ১০ জনকে ইউ আকৃতিতে বসানো হয়। অতঃপর কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে এলাকা পরিভ্রমন শুরু করার পূর্বে তাদের নিকট জানতে চাওয়া হয় কোন পথ/দিক দিয়ে হাটলে স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ, ভুমির ব্যবহার, নদী-নালা, রাস্তা-ঘাট, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারনা পাওয়া যাবে। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সম্পূর্ণ এলাকা পরিভ্রমন করা হয় এবং বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে (এটা কি, এটা কখন হয়েছে, এটা কে করেছে, কেন করেছে, কোন প্রক্রিয়ায় করেছে ইত্যাদি) তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

৯। এলাকার সার্বিক আপদসমূহ ও বিপদাপন্নতা

৯.১। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আপদসমূহ ঃ

প্রক্রিয়া ঃ সাবেক ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত স্থানীয় জনগোষ্ঠী (মহিলা, কৃষক, ভূমিহীন ও প্রতিবন্ধী) এনডিপি-র সহায়কদের সহযোগিতায় অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে এলাকার আপদ সমূহ চিহ্নিত করে পরবর্তীতে পরোক্ষ অংশগ্রহন কারীদের সঙ্গে যাচাই করা হয়। ঘুরকা ইউনিয়নের চিহ্নিত আপদ সমূহ নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং	বর্তমান আপদ সমূহ	ভবিষ্যৎ আপদ সমূহ
০১	বন্যা	বন্যা
০২	নদীভাঙ্গন	নদীভাঙ্গন
০৩	ঝড়	ঝড়
০৪	খরা	খরা
০৫	জলাবদ্ধতা	জলাবদ্ধতা
০৬	শিলাবৃষ্টি	শিলাবৃষ্টি

চিহ্নিত আপদ সমূহ ঘুরকা ইউনিয়নের কৃষি, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো পশুসম্পদ, শিক্ষা যোগাযোগসহ জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতি করে আসছে। ভবিষ্যতে এসব আপদ সমূহের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বেড়ে যেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

৯.২। আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি (*Seasonal Hazard Calendar*)ঃ

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে অংশগ্রহণকারী ১০ জনকে U আকৃতিতে বসানো হয়। অতঃপর কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে মূল আলোচনা শুরু করা হয়। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় পূর্ববর্তী সেশন অর্থাৎ আপদের চাপাতি ডায়াগ্রামে তারা কি কি আপদের কথা বলেছেন। সেই অনুযায়ী আপদের নাম এবং বার মাসের নাম ছকে লেখা হয় এবং এই আপদগুলি বছরের কোন মাস থেকে কোন মাস পর্যন্ত চরম আকারে দেখা দেয় এবং কখন কম থাকে, কখন বেশি থাকে আবার কখন থাকে না তা রেখা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

বন্যা ঃ

ঘুরকা ইউনিয়নে জৈষ্ঠ্য মাসের শেষ সপ্তাহ হতে কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বন্যা দেখা যায়। তবে আষাঢ় মাসের শুরু থেকে বন্যা বেশী হতে থাকে এবং শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে তা বেশী ভয়াবহ রূপ নেয়। আশ্বিন মাসের শুরু থেকে পানি কমতে থাকে এবং কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে তা শেষ হয়ে যায়। বিগত ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে বন্যা ভয়াবহ আকার ধারন করে জনগণের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে এবং ২০০৪ সালেও বন্যা হয়েছিল তবে এ সময় জনগণের ক্ষতির কারন হয়ে দাঁড়ায় নাই।

নদীভাঙ্গন ঃ

নদী ভাঙ্গন জৈষ্ঠ্য মাসের প্রথম হতে শুরু হয় এবং আষাঢ় মাসে বেশী হয়ে শেষের দিকে কমে যায়। শ্রাবণ মাস হতে আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কম থাকে কিন্তু আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে নদী ভাঙ্গন বেশী হয় এবং কার্তিক মাসে পুরো মাত্রায় নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকে এবং অগ্রহায়ণ মাসে কমে গিয়ে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ভাঙ্গতে থাকে। বন্যা যে সালে বেশী হয় নদী ভাঙ্গনের প্রবণতাও তা বেশী হয়।

ঝড় ঃ

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝিতে ঝড় শুরু হয়ে চৈত্র-জৈষ্ঠ্য মাসে বেশী হয় এবং শ্রাবণ মাসের প্রথম দিকে ঝড়ের মাত্রা কমে যায়। বিগত ২০০৩ ও ২০০৪ সালে প্রচন্ড মাত্রায় ঝড় হয়ে জনগণের ঘরবাড়ী ও কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে।

খরা ঃ

খরার প্রবণতা ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝিতে শুরু হয় এবং তা চৈত্র ও বৈশাখ মাস পর্যন্ত বেশী থাকে আবার জৈষ্ঠ্য মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তা শেষ হয়। অত্যাধিক খরায় উক্ত এলাকার কৃষি ফসলের ক্ষতি ও গবাদি পশুর খাদ্যের সংকট দেখা দেয়।

জলাবদ্ধতা ঃ

জলাবদ্ধতা আশ্বিনের মাঝামাঝি সময়ে যখন বন্যার পানি কমতে শুরু করে তখন পানি নিস্কাসনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত জলাবদ্ধতা থাকে। এসময় অনেক জমিতে বীজ ধান বোপন ও ইরি ধান রোপন করা সম্ভব হয়না।

শিলাবৃষ্টি ঃ

ফাল্গুন মাসের শুরুতেই শিলাবৃষ্টির প্রভাব শুরু হয়ে চৈত্র মাসে কিছুটা কমতে থাকে তবে বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাসে শিলাবৃষ্টি বেশী হয়ে কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে।

আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

আপদ	মাসের নাম											
	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
বন্যা												
নদীভাঙ্গন												
ঝড়												
খরা												
জলাবদ্ধতা												
শিলাবৃষ্টি												

ফলাফল ঃ একটি সমঝোতা ভিত্তিক আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জিতে ঋতু বৈচিত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে ।

৯.৩। জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি (Seasonal Livelihood Calendar)t

প্রক্রিয়া ঃ

প্রথমে অংশগ্রহণকারী ১০ জনকে U আকৃতিতে বসানো হয় । অতঃপর কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে মূল আলোচনা শুরু করা হয় । অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তাদের এলাকায় আয় উপার্জনের উৎসগুলি কি কি । সেই অনুযায়ী জীবিকার নাম এবং বার মাসের নাম ছকে লেখা হয় এবং এ জীবিকার উৎস থেকে বছরের কোন কোন মাসে ভাল আয়-রোজগার হয়, আবার কোন কোন মাসে মোটামুটি অথবা কোন কোন মাসে একে বারে মন্দাবস্থা তা রেখা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয় । এ কাজটি অংশগ্রহণকারীরা স্বত:স্ফুর্তভাবে চিহ্নিত করেছে ।

কৃষি ঃ

চৈত্র মাস হতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কৃষিকাজ হয় । আবার চৈত্র মাসে পাটের বীজ বপন হয় এবং আষাঢ় ও শ্রাবন মাসে সংরক্ষণ করা হয় । ভাদ্র মাস হতে মাঘ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার রবি শস্যের চাষ হয় । এছাড়া ভূট্টা সারা বছরই ব্যাপক ভাবে চাষ হয় ।

ক্ষুদ্রব্যবসা ঃ

সারা বছরই ব্যবসার কাজ থাকে । আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ব্যবসায় মঙ্গাভাব বিরাজ করে । তবে শ্রাবণের শেষ থেকে-ভাদ্র মাসে ব্যবসায়ীগণ পাটের ব্যবসায় বেশী যুক্ত থাকে । এছাড়াও অত্র এলাকার ব্যবসায়ীগণ ধান, কলাই, ভুট্টা, মরিচ, সহ বিভিন্ন ফসলের মজুত ব্যবসা করে থাকেন ।

তাঁত শিল্প ঃ

ঘুরকা ইউনিয়নে তাঁতের কাজ সারা বছরই সমান থাকে তবে ঈদ বা পুঁজার মৌসুমে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি চলে । অত্র এলাকার প্রায় ১০% লোক তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত ।

চাকুরী ঃ

ঘুরকা ইউনিয়নের লোক বিভিন্ন এনজিও,প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং গার্মেন্টসে চাকুরীরত আছে । সারা বছরই তাদের কাজকর্ম সমানভাবে চলে ।

মৎস্যজীবি ঃ

জৈষ্ঠ্য মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত মৎস্য জীবিরা ব্যাপক পরিমানে মাছ শিকার করে । কিন্তু আশ্বিন মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত এদের উপার্জন কমে যায় ।

দিনমজুর ঃ

দিনমজুর সারা বছরই কম বেশী থাকে তবে কৃষি কাজ যখন বেশী থাকে মজুরদের চাহিদা তখন বেশী থাকে । আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কাজ একটু কম থাকে ।

রিক্সা/ভ্যান চালক ঃ

সারা বছরই চালকগণ যানবাহন চালনের সাথে জড়িত। সারা বছরই কম-বেশি আয় রোজগার থাকে।

জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

জীবনযাত্রা	মাসের নাম											
	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কৃষি												
ক্ষুদ্র ব্যবসা												
তাঁত শিল্প												
চাকুরী												
মৎস্যজীবি												
দিনমুজর												
রিক্সা/ভ্যান												

ফলাফল ঃ সমঝোতার ম্যাধমে একটি মৌসুমী দিনপুঞ্জি তৈরী করা হয়েছে যার ফলে জীবিকার মৌসুমী ভিত্তিক বৈচিত্র্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

৯.৪ আপদের ক্ষতির মাত্রা ও সম্ভাব্যতা (Venn Diagram)ঃ

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে ধন্যবাদ জানানোর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের এ সেশনে আমন্ত্রন জানানো হয়। অতঃপর অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ জানানো হয় তাদের এলাকায় যে সমস্ত আপদ দেখা যায় তা ব্রাউন পেপারে লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারী দ্বারা প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন আকৃতির রঙিন গোল কাগজের একেকটি টুকরা একেক আপদ হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য অংশগ্রহনকারীদের অনুরোধ করা হয়। কাগজের আকৃতি ছোট বড় করা হয় আপদটি কি পরিমাণ ক্ষতি করে তার উপর ভিত্তি করে। যে আপদ বেশি ক্ষতি করে তার জন্য বড় কাগজ এবং ক্রমান্বয়ে মাঝারী, ছোট কাগজগুলো ব্যবহার করা হয়। নির্ধারিত কাগজের উপর আপদের নামটি লেখা হয়। অংশগ্রহণকারীগণ ব্রাউন পেপারের উপরের দিকটা উত্তর দিকে করে কাগজের মাঝখানে ইউনিয়নের নাম লিখে। এবার যে আপদ সবচেয়ে বেশী বার ঘটে তা কেন্দ্রবিন্দুর কাছে এবং তারপর পর্যায়ক্রমে দূরে আপদ লেখা গোল কাগজগুলো লাগানো হয়। অতঃপর অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে পুরো সেশনটি পুনরালোচনা করা হয়।

আপদের চাপাতি ডায়াগ্রাম

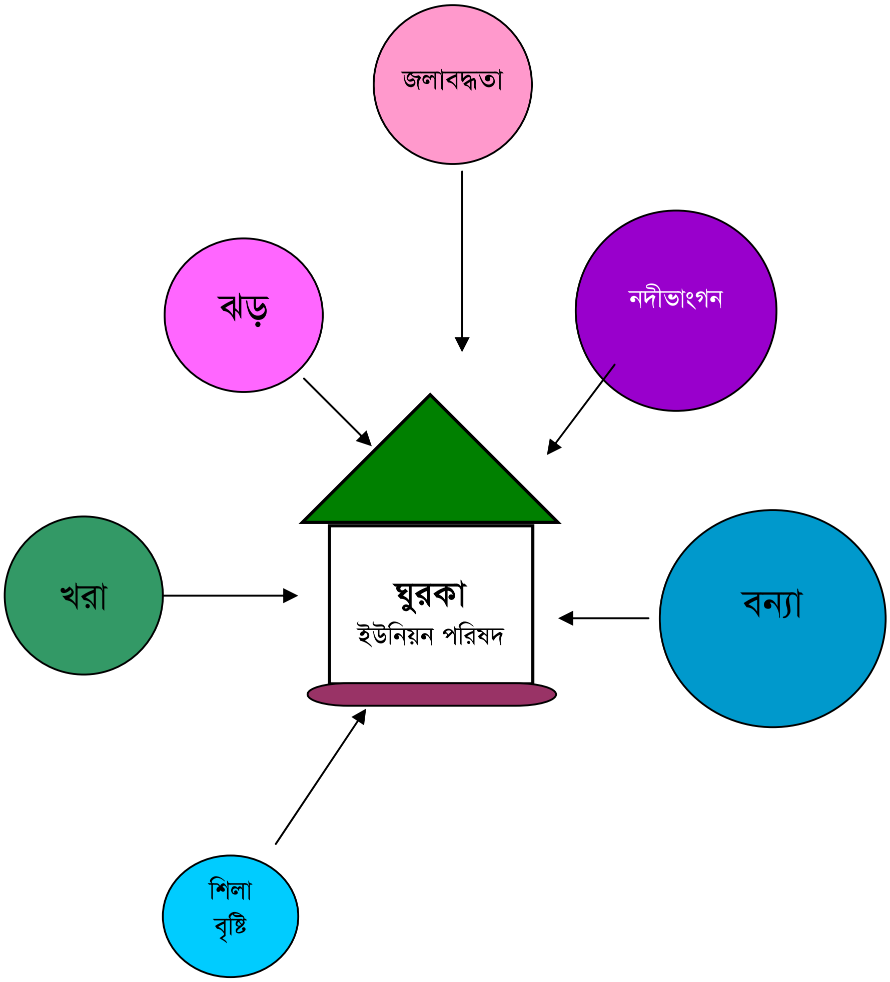

বন্যা ঃ

বন্যা এ ইউনিয়নের জন্য একটি বড় আপদ। প্রতি বছরই এই ইউনিয়নে বন্যা হয় এবং ক্ষয়ক্ষতি করে। তবে ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে সবচেয়ে বড় বন্যা হয়েছে। এ দুটি বন্যায় বাড়ীঘর, ফসল ও জান-মালের ব্যপক ক্ষতি হয়েছে।

নদী ভাঙ্গন ঃ

ক্ষতির তুলনায় নদী ভাঙ্গন এ ইউনিয়নের দ্বিতীয় আপদ এবং ঘটার দিক থেকে দ্বিতীয় পর্যায় অবস্থান করেছে। এটি মানুষ, কৃষি ফসল ও ধন সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি করে । বন্যা যে সালে বেশী দেখা দেয় নদী ভাঙ্গন ও সেই সালে বেশী হয়।

ঝড় ঃ

ঝড় ২-৩ বছর পর পর এ ইউনিয়নে সংঘটিত হয়। বিগত ২০০৩ ও ২০০৪ সালে ঝড়ে গাছপালা, ঘরবাড়ী ভেংগে পড়ে এবং কৃষকের কৃষি ফসল ও জনগণের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

খরা ঃ

খরা এই ইউনিয়নের জন্য আরও একটি বড় আপদ। খরায় কৃষি ফসলের বেশ ক্ষতি করে। খরার সময় ডায়রিয়া, আমাশায়, বিশুদ্ধ পানির অভাব, গরমলাগা সহ বিভিন্ন ধরণের রোগ ও অসুবিধা দেখা দেয়।

জলাবদ্ধতা ঃ

জলাবদ্ধতা ব্যপক সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রায় প্রতি বছরই এটি সমস্যা আকারে দেখা দেয়। জলাবদ্ধতার কারণে অনেক কৃষি জমি সময়মত চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব হয়না।
অনেক সময় অতিবৃষ্টির কারণেই হয়। এই আপদটি কম-বেশি প্রতি বছরই দেখা যায়।

শিলাবৃষ্টি ঃ

শিলাবৃষ্টিও একটি বড় আপদ যা অত্র ইউনিয়নের কৃষি ফসল, গাছপালা, পশু-পাখি, ঘরবাড়ীর ক্ষতি করে। প্রায় প্রতি বছরই কম-বেশি শিলাবৃষ্টি হয়।

ফলাফল ঃ সমঝোতার ভিত্তিতে একটি আপদের চাপাতি ডায়াগ্রাম তৈরী হয় এবং তা থেকে আপদ ঘটার সম্ভাবনা ও ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে জানা যায়।

১০। এলাকার সার্বিক বিপদাপন্নতা ঃ

প্রক্রিয়াঃ সাবেক তিনটি ওয়ার্ডে প্রতিটি দলে (কৃষক, ভূমিহীন, মহিলা ও প্রতিবন্ধী) ২ জন করে সহায়ক তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ঐক্যমতের ভিত্তিতে তাদের এলাকার বিভিন্ন খাত, সামাজিক উপাদান ও এলাকা সমূহ স্থানীয় আপদ দ্বারা বিপদাপন্ন/ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা চিহ্নিত করা হয় এবং পরিবর্তীতে দল ও ইউনিয়ন ভিত্তিক একত্রীকরন করা হয়। যা নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখানো হলোঃ

১০.১। বিপদাপন্ন খাত ঃ

আপদসমূহ	বিপদাপন্নতার খাত সমূহ										
	কৃষি	অবকাঠামো	শিক্ষা	যোগাযোগ	স্বাস্থ্য	অর্থনৈতিক	পশুপালন	খাদ্য	পরিবেশ	মানবসম্পদ	ব্যবসা বাণিজ্য
বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
নদী ভাঙ্গন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
ঝড়	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	-
খরা	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
জলাবদ্ধতা	■	-	-	-	■	■	-	-	■	■	-
শিলা বৃষ্টি	■	-	■	-	■	-	-	■	-	-	■

■ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, - ক্ষতিগ্রস্ত হয় না

১০.২বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান ঃ

আপদ সমূহ	সামাজিক বিপদাপন্ন উপাদান সমূহ												
	জনগণ	রাস্তাঘাট	নদী নালা	ইউপি ভবন	স্কুল	খেলার মাঠ	হাট বাজার	ঘর বাড়ি	পশু-পাখি	কবরস্থান	ব্রীজ, কালভার্ট	কৃষি	পুকুর
বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-
নদী ভাঙ্গন	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-
ঝড়	■	■	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-
খরা	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-
জলাবদ্ধতা	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-
শিলা বৃষ্টি	■	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	■	-

■ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, - ক্ষতিগ্রস্ত হয় না

১০.৩। বিপদাপন্ন এলাকাসমূহ সমূহ ঃ

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন এলাকা সমূহ										
	নিচু জমি	উচু জমি	সমতল জমি	আবাদি জমি	অনাবাদি জমি	খেলার মাঠ	চারণ ভূমি	খাস জমি	কবর স্থান	তালু ভূমি	নদীর তীরবর্তী
বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■
নদী ভাঙ্গন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■
ঝড়	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-
খরা	■	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-
জলাবদ্ধতা	■	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-
শিলা বৃষ্টি	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-

■ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, - ক্ষতিগ্রস্ত হয় না

ফলাফল ঃ বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের মতামত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বিপদাপন্ন খাত, সামাজিক উপাদান, ক্ষেত্র এবং বিপদাপন্ন এলাকার চিত্র পাওয়া যায়।

১১. সামাজিক সম্পদ, অবকাঠামো ও বিপন্নতার মানচিত্র

১১.১সামাজিক মানচিত্র ঃ

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে UDMC এর ১০ জন (পুরাতন তিনটি ওয়ার্ড থেকে ১জন পুরুষ ইউপি সদস্য ও ৩ জন মহিলা সদস্য) অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানিয়ে একসাথে বসার জন্য আমন্ত্রন জানানো হয়। অতঃপর সামাজিক মানচিত্রের উপর বিস্তারিত আলোচনা করে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে তাদের ইউনিয়নের একটি মানচিত্র তৈরী করতে বলা হয় এবং বিভিন্ন ডিজেন্ডের মাধ্যমে গ্রাম, ভৌত অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান, সার্বজনীন স্থান যেমনঃ হাটবাজার, মাঠ,ভূমি ব্যবহার, রাস্তাঘাট, নদীনালা,খালবিল, ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়। সামাজিক মানচিত্রে সংকেত চিহ্ন উত্তর দিক নির্দেশক এবং তারিখ ও স্থান দেয়া হয়।

ফলাফল ঃ একটি সামাজিক মানচিত্র তৈরী এবং ঐ ইউনিয়নের গ্রাম/বসতবাড়ী ভৌত অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান, সার্বজনীন স্থান সমূহ, ভূমির ব্যবহার, রাস্তাঘাট ও নদীনালা, খালবিল ইত্যাদি চিহ্নিত হয়।

সামাজিক মানচিত্র এখানে সংযোজন করতে হবে

১১.২ । আপদ মানচিত্র ঃ

প্রক্রিয়াঃ প্রথমে UDMC ১০ জন অংশগ্রহণকারীকে এ সেশনে আমন্ত্রন জানানো হয় । ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ছাড়াও স্থানীয় আমিন এবং যাদের আপদ সমন্ধে ভাল ধারনা রয়েছে যেমনঃ স্কুল শিক্ষক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ইত্যাদি তাদের নিয়ে এ সেশন করা হয় । সহায়ক প্রথমে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সাধারনতঃ যে সকল আপদ সংঘটিত হয় তার একটি তালিকা প্রদর্শন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে ঐ এলাকার নির্দিষ্ট আপদ সংঘটনের স্থান চিহ্নিত করার পদ্ধতি বর্ননা করা হয় । অতঃপর আপদ মানচিত্রের উপর বিস্তারিত আলোচনা করার পর অংশগ্রহণকারীদের ঐক্যমত্য ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে তাদের ইউনিয়নের একটি আপদ মানচিত্র অংকন করা হয় যেখানে আপদ সমূহ যেমনঃ বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, ঝড়, জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, কুয়াশা ইত্যাদি লিজেন্ড ব্যবহারের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয় । সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদের আপদ মানচিত্র তৈরী করতে প্রচলিত সাংকেতিক চিহ্নসমূহ ব্যবহার করার বিষয়ে অবহিত করেন ।

ফলাফল ঃ ইউনিয়নের জন্য একটি সমঝোতা ভিত্তিক আপদের মানচিত্র তৈরী হবে ।

আপদ মানচিত্র এখানে সংযোজন করতে হবে

১১.৩ । ঝুঁকি মানচিত্রঃ

ঝুঁকি মানচিত্র এখানে সংযোজন করতে হবে ।

১২। স্থানীয় ঝুঁকি পরিবেশ ঃ

১২.১। খাত ভিত্তিক ঝুঁকির বিবরণ ঃ

প্রক্রিয়া ঃ অংশগ্রহণকারীদের মতামত অনুযায়ী গ্রুপ ভিত্তিক (মহিলা,প্রতিবন্ধী,ভূমিহীন ও কৃষক) আপদ সংশ্লিষ্ট ও আপদ সংশ্লিষ্ট নয় এমন ঝুঁকির বিবরণ দেয়া হয়। তারপর খাত সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির বিবরণ থেকে যে সমস্ত ঝুঁকি গুলো আপদ সংশ্লিষ্ট নয় অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য ঝুঁকি গুলো সকলের সম্মতিতে বাদ দিয়ে ১৫টি গুরুত্বপূর্ন অগ্রহনযোগ্য ঝুঁকি নির্বাচন করা হয়। সেই গুরুত্বপূর্ন অগ্রহনযোগ্য ১৫টি ঝুঁকির বিবরণগুলো নিয়ে অংশগ্রহনকারীদের ভোটাভোটির মাধ্যমে (জিপষ্টিকের মাধ্যমে ভোট প্রদান) ঝুঁকির অগ্রাধিকার করন করা হয়। সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্তির ক্রমানুযায়ী অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকির তালিকা থেকে প্রথম ১৫ টি ঝুঁকি নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে ।

খাত সংশ্লিষ্ট অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকির বিবরণঃ

আপদ	খাত	ঝুঁকির বিবরণ
বন্যা	কৃষি	বন্যার কারনে ১২০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৬০০০ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	ঘরবাড়ী	৯০০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে
	গবাদিপশু	৫০০গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে
	মাছ	৩০০ পুকুরের মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।
নদীভাঙ্গন	কৃষি	নদী ভাঙ্গনের কারনে ২০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ২০০ কৃষক পরিবারের ক্ষতি হতে পারে।
	ঘরবাড়ী	৮০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জনগন গৃহহীন হতে পারে।
	গবাদিপশু	১০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে।
ঘুর্নিঝড়	কৃষি	ঘুর্নিঝড়ের কারনে ১০০০০ বিঘা জমির বিভিন্ন ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৫০০০ কৃষক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে।
	ঘরবাড়ী	৫৫০ ঘরবাড়ীর ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
	গবাদিপশু	২০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে।
খরা	কৃষি	খরায় ৭৫০০ বিঘা জমির বিভিন্ন ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৩৪০০ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	গবাদিপশু	৩৫০ গবাদীপশুর মারাত্বক ক্ষতি হতে পারে।
	মাছ	২০০ পুকুরের মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।

শিলাবৃষ্টি	কৃষি	শিলা বৃষ্টির কারনে ৪৫০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ১৬০০ পরিবারের ক্ষতি হতে পারে।
	গবাদিপশু	২০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে।
	মাছ	২৪০ পুকুরের মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।
জলাবদ্ধতা	কৃষি	৮০০ বিঘা জমিতে পানি আটকে চাষাবাদ করতে না পারায় ৪০০ কৃষক পরিবার মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

১২.২। ঝুঁকির বিশ্লেষন ও মূল্যায়ন ঃ

প্রক্রিয়া ঃ খাত সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নিয়ে আসার পর সেখান থেকে চতুর্থ কাজ অর্থাৎ ঝুঁকি নির্বাচন করতঃ অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি অংশগ্রহণকারীদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে চারটি দলের কাজ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিয়ে আসা হয়। যা নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	ঘটার সম্ভাবনা	ঝুঁকির পর্যায়	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
বন্যার কারনে ১২০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৬০০০ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ৯০০০ ঘরবাড়ি ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ৫০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে	▪ অর্থাভাব দেখা দিতে পারে। ▪ দারিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ▪ ব্যাপক পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে। ▪ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গৃহহীন হতে পারে। ▪ খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ▪ হালচাষ করার গরুর অভাব দেখা দিতে পারে।	বেশী	২ বছরে একবার	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য (ব্যবস্থাপনার জন্য বাহিরের সাহায্য প্রয়োজন)
নদী ভাঙ্গনের কারনে ২০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ২০০ কৃষক পরিবারের ক্ষতি হতে পারে। ৮০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জনগন গৃহহীন হতে পারে। ১০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে।	▪ এলাকার উন্নয়ন ব্যহত হতে পারে। ▪ জনগন ঋণ গ্রস্থ্য হতে পারে। ▪ জীবন যাপন ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। ▪ অর্থাভাব দেখা দিতে পারে। ▪ খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ▪ গবাদী পশুর অভাবে কৃষিকাজের ক্ষতি হতে পারে। ▪ জনগন গৃহহীন হতে পারে। ▪ অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে।	বেশী	৫ বছরে ১ বার	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

ঘুর্নিঝড়ের কারনে ১০০০০ বিঘা জমির বিভিন্ন ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৫০০০ কৃষক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। ৫৫০ ঘরবাড়ীর ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।২০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে।	▪ অর্থনৈতিক বিপর্যয় হতে পারে। ▪ দারিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ▪ উন্নয়ন কমে যেতে পারে। ▪ স্বাস্থ্য হানি ঘটতে পারে। ▪ খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। ▪ স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হতে পারে। ▪ গবাদী পশুর অভাবে কৃষিকাজের ক্ষতি হতে পারে।	বেশী	বছরে ১ বার	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
প্রচন্ড খরায় ৭৫০০ বিঘা জমির বিভিন্ন ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৩৪০০ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ৩৫০ গবাদীপশুর মারাত্বক ক্ষতি হতে পারে। ২০০ পুকুরের মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	▪ পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে। ▪ পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। ▪ গবাদী পশুর অভাবে কৃষিকাজের ক্ষতি হতে পারে। ▪ অর্থের অভাব হতে পারে। ▪ ঋণগ্রস্থ হতে পারে।	মাঝারী	প্রতি বছর ঘটতে পারে	মাঝারী ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
শিলা বৃষ্টির কারনে ৪৫০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ১৬০০ পরিবারের ক্ষতি হতে পারে। ২০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে।২৪০ পুকুরের মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	▪ খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। ▪ অর্থাভাব দেখা দিতে পারে। ▪ জমির ফসল নষ্ট হতে পারে। ▪ বীজ নষ্ট হতে পারে। ▪ দারিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ▪ আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। ▪ গবাদি পশুর অভাবে হালচাষ ও জৈব সারের অভাব হতে পারে।	মাঝারি	২ বছরে এক বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহনযোগ্য
জলাবদ্ধতার কারনে ৮০০ বিঘা জমিতে পানি আটকে চাষাবাদ করতে না পারায় ৪০০ কৃষক পরিবার মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	▪ অর্থাভাব দেখা দিতে পারে। ▪ দারিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ▪ পরিবেশ দুষিত হতে পারে। ▪ খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।	মাঝারি	বছরে ১ বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

১৩ । ঝুঁকি নিরসনের জন্য খসড়া বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়নঃ

১৩.১ । ঝুঁকির কারণ ও নিরসনের সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিতকরণ ঃ

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে ঝুঁকির অগ্রাধিকার তালিকা প্রদর্শন এবং অংশগ্রহনকারীদের মাঝে আলোচনা করা হয় তারপর ঝুঁকির কারণ বিশ্লেষন (তাৎক্ষনিক, মাধ্যমিক ও চুড়ান্ত) ও নিরসনের সম্ভাব্য উপায় (স্বল্প ,মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী) নিয়ে আলোচনা করা হয় ।

বিবরণ	কারণ			ঝুঁকি নিরসনের উপায়		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
বন্যার কারনে ১২০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৬০০০ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । ৯০০০ ঘরবাড়ি ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ৫০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে	❑ বন্যার আগাম সংকেত না থাকা । ❑ রাস্তার দুপাশে বনায়ন ও দুর্বা ঘাস না থাকা । ❑ ব্রীজ সংস্কার ও মেরামত না করা ।	❑ অধিক হারে গাছ পালা না লাগান । ❑ রাস্তার রক্ষনাবেক্ষনের জন্য কমিটি না থাকা । ❑ অপরিকল্পিত ভাবে রাস্তাঘাট নির্মান । ❑ দূর্যোগ	❑ আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন । ❑ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অসচ্ছতা । ❑ সরকারি/বেসরকারী ভাবে রাস্ত	❑ বন্যার সতর্কীকরণ বার্তা প্রেরণ । ❑ বন্যার পূর্বে ফসল রোপন না করা । ❑ বাধ নির্মান করা । ❑ বীজ সরবরাহ । ❑ কৃষিতে ভর্তুকী দেওয়া । ❑ বন্যা পরবর্তী	❑ উন্নত বীজের ব্যবহার করা । ❑ সময় উপযোগী বীজ সংগ্রহ করা । ❑ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ নির্মান । ❑ স্লুইস গেট	❑ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বন্যা সম্পর্কে জন গনকে উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা । ❑ বৃক্ষ

বিবরণ	কারণ			ঝুঁকি নিরসনের উপায়		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
	❑ রাস্তা উচু না থাকা। ❑ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ ভেঙ্গে যাওয়া।	ব্যবস্থাপনা কমিটি নিষ্ক্রিয় থাকা। ❑ নদীর গভীরতা কমে যাওয়া।	া মেরামত ও বন্যারোধে ব্যবস্থা না নেওয়া। ❑ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দীর্ঘস্থায়ী না হওয়া।	দু:স্থদের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্পের ব্যবস্থা করা।	নির্মান। ❑ রাস্তা ও নদীর তীরে পাইলিং করা।	রোপন করা।
নদী ভাঙ্গনের কারনে ২০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ২০০ কৃষক পরিবারের ক্ষতি হতে পারে। ৮০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জনগন গৃহহীন হতে পারে	❑ অতিবৃষ্টি। ❑ সঠিক সময়ে বন্যার সতর্কীকরণ বার্তা না পৌছানো। ❑ উজানে বাধ ভাঙ্গা।	❑ প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া। ❑ বৃক্ষ নিধন ❑ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয় ভূমিকা পালন না করা। ❑ নদীর গভীরতা কমে যাওয়া।	❑ ওজন স্তরের ক্ষতি ❑ জলবায়ুর পরিবর্তন ❑ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের ধীরগতি। ❑ পরিকল্পিত ভাবে বাধ নির্মান না করা।	❑ বাড়ী উচু করা। ❑ শক্ত খুটি দিয়ে ঘর বাড়ি নির্মান । ❑ বেশী ঝুঁকিপূর্ন বাড়ি পাকা করা । ❑ বাড়ীর ঢালে গাছ লাগানো। ❑ রাস্তা ও নদীর তীরে পাইলিং করা।	❑ বাড়ীর পাশে পর্যাপ্ত গাছ লাগানো। ❑ বাড়ী নির্মানের জন্য জনগনকে ঋণ সহায়তা প্রদান কর	❑ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান করা। ❑ বন্যা নিয়ন্ত্রন গাইড বাধ নির্মান। ❑ স্লুইস গেট নির্মান ।
ঘুর্নিঝড়ের কারনে ১০০০০ বিঘা জমির বিভিন্ন ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৫০০০ কৃষক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। ক্ষতি হতে পারে।২০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে।	❑ বসতবাড়ীর পাশে পর্যাপ্ত গাছপালা না হওয়া। ❑ বেলে মাটি হওয়া। ❑ বসতবাড়ীগুলা নিচু স্থানে	❑ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া।	❑ বন বিভাগের উদাসীনতা ❑ সচেতনতার অভাব।	❑ সঠিক সময়ে ঝড়ের সঠিক পূর্বাভাস প্রেরণ করা। ❑ কৃষি ও গবাদী পশুর উপর ঋণ সহায়তা প্রদান। ❑ বন্যা পরবর্তী দু:স্থদের জন্য পুনর্বাসন	❑ কৃষকদের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান। ❑ উপযুক্ত সময়ে ফসল রোপন। ❑ কৃষি ঋনের সুদ মৌকুফ।	❑ জনগনের মধ্যে সরেকারী উদ্যোগে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

বিবরণ	কারণ			ঝুঁকি নিরসনের উপায়		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
	হওয়া । ❑ গাছ পালা নিধন । ❑ সময় মত আবহাওয়া বার্তা না পৌছানো ।			প্রকল্পের ব্যবস্থা করা ।	❑ পর্যাপ্ত পরিমানে বৃক্ষ রোপন ।	❑ পর্যাপ্ত হারে গাছ লাগানো ।
খরায় ৭৫০০ বিঘা জমির বিভিন্ন ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৩৪০০ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । ৩৫০ গবাদীপশুর মারাত্বক ক্ষতি হতে পারে । ২০০ পুকুরের মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হতে পারে ।	❑ বৃক্ষ নিধন । ❑ পর্যাপ্ত শ্যালো ইঞ্জিন ও বিদ্যুৎ না থাকা ❑ অনা বৃষ্টি ।	❑ বনভূমি উজাড় ❑ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া । ❑ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া ।	❑ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গভীর নল কুপের ব্যবস্থা না করা ।	❑ পানি সেচের ব্যবস্থা করা । ❑ পর্যাপ্ত শ্যালো ইঞ্জিন ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা । ❑ সরকারী উদ্যোগে গভীর নলকুপের ব্যবস্থা করা ।	❑ সরকারী উদ্যোগে খাল খননের ব্যবস্থা করা । ❑	❑ অধিক হারে বৃক্ষ রোপনে জনগনকে উৎসাহিত করা । ❑ গভীর নলকুপ স্থাপন করা ।
শিলা বৃষ্টির কারনে ৪৫০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ১৬০০ পরিবারের ক্ষতি হতে পারে । ২০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে ।২৪০ পুকুরের মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হতে পারে ।	❑ ভু-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়া । ❑ বৃক্ষ নিধন । ❑ ফসলের হানি ও বীজ নষ্ট হতে পারে ।	❑ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া ।	❑ পৃথিবীর তাপমাত্রা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি । ❑ জলবায়ুর পরিবর্তন । ❑ ওজন স্ত রের ক্ষতি ।	❑ উপযুক্ত সময়ে ফসল রোপন করা । ❑ বীজ বিতরণ ❑ মাছ চাষিদের ক্ষতি পুরন দেওয়া । ❑ কৃষি ঋণ দেওয়া ও কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ করা ।	❑ শিলাবৃষ্টি সহনীয় ফসল ও শাক সবজির চাষ করা । ❑ বীজ বিতরণ ❑ সরকারীভাবে মাছের পোনা সরবরাহ ।	❑ ফসলের জমির চারপাশে পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃক্ষ রোপন করা । ❑
জলাবদ্ধতার কারনে ৮০০ বিঘা	❑ তাৎক্ষনিক সেচের	❑ স্লুইস গেট না থাকা	❑ অপরিকল্পি	❑ তাৎক্ষনিক সেচের ব্যবস্থা	❑ নতুন খাল খনন	❑ স্লুইস গেট নির্মান

বিবরণ	কারণ			ঝুঁকি নিরসনের উপায়		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
জমিতে পানি আটকে চাষাবাদ করতে না পারায় ৪০০ কৃষক পরিবার মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।	ব্যবস্থা না থাকা । ❑ অতি বৃষ্টি । ❑ অসময়ে বন্যা । ❑ পানি নিস্কাসন ব্যবস্থা না থাকা ।	❑ খাল পূন্ খনন না করা । ❑ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ না থাকা । ❑ স্যানিটেশন ব্যবস্থা না থাকা	ত ভাবে রাস্তাঘাট তৈরী ।	করা । ❑ খাল পুন: খনন করা । ❑ স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা ।	করা । ❑ নদী খনন করা ।	করা । ❑ নদী খনন করা । ❑ ব্রীজ ও কালভাট নির্মান করা । ❑ পাইপ লাইন ও ড্রেন তৈরী করা ।

১৩.২ । ঝুঁকিহ্রাসের উপায় ও কৌশল সমন্বয়করণ

ঝুঁকিহ্রাস উপায়/কৌশল	কোন কোন ঝুঁকিহ্রাস করবে?
বাধ নির্মান	❑ বন্যার কারনে ১২০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৬০০০ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । ৯০০০ ঘরবাড়ি ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ৫০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে ❑ নদী ভাঙ্গনের কারনে ২০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ২০০ কৃষক পরিবারের ক্ষতি হতে পারে । ৮০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জনগন গৃহহীন হতে পারে । ১০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে ।
নদীর পাশে পাইলিং করা ।	❑ বন্যার কারনে ১২০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৬০০০ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । ❑ ৯০০০ ঘরবাড়ি ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ৫০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে ❑ নদী ভাঙ্গনের কারনে ২০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ২০০ কৃষক পরিবারের ক্ষতি হতে পারে । ৮০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জনগন গৃহহীন হতে পারে । ১০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে ।
খাল খনন করা	❑ জলাবদ্ধতার কারনে ৮০০ বিঘা জমিতে পানি আটকে চাষাবাদ করতে না পারায় ৪০০ কৃষক পরিবার মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । ❑ প্রচন্ত খরার ৭৫০০ বিঘা জমির বিভিন্ন ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৩৪০০ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । ৩৫০ গবাদীপশুর মারাত্বক ক্ষতি হতে পারে । ২০০ পুকুরের মৎস্য সম্পদের

	ক্ষতি হতে পারে ।
পুনর্বাসন প্রকল্প ।	❑ ঘুর্নিঝড়ের কারনে ১০০০০ বিঘা জমির বিভিন্ন ফসলদি নষ্ট হয়ে ৫০০০ কৃষক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে । ৫৫০ ঘরবাড়ীর ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ।২০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে । ❑ বন্যার কারনে ১২০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৬০০০ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । ৯০০০ ঘরবাড়ি ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ৫০০গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে
ড্রেন ও পাইপ লাইন তৈরী করা ।	❑ জলাবদ্ধতার কারনে ৮০০ বিঘা জমিতে পানি আটকে চাষাবাদ করতে না পারায় ৪০০ কৃষক পরিবার মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।
আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান	❑ বন্যার কারনে ১২০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৬০০০ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । ❑ ৯০০০ ঘরবাড়ি ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ৫০০গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে ❑ নদী ভাঙ্গনের কারনে ২০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ২০০ কৃষক পরিবারের ক্ষতি হতে পারে । ৮০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জনগন গৃহহীন হতে পারে । ১০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে ।
গভীর নলকুপ স্থাপন	❑ প্রচন্ড খরায় ৭৫০০ বিঘা জমির বিভিন্ন ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৩৪০০ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । ৩৫০ গবাদীপশুর মারাত্বক ক্ষতি হতে পারে । ২০০ পুকুরের মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হতে পারে ।

১৩.৩ । ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অগ্রাধিকার নির্ধারন ঃ

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে প্রাধান্যকৃত অগ্রহনযোগ্য ঝুঁকির ১৭ তালিকা হতে অংশগ্রহনকারীদের মাঝে উপস্থাপন করা হয় এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে ১০ টি সর্বাধিক অগ্রহনযোগ্য ঝুঁকি নির্বাচন করা হয় এবং এই ১০ টি ঝুঁকি বিবরণের বিপরীতে অর্গ্রাধিকারকৃত ঝুঁকি নিরসনের উপায় লেখা হয় । এ ক্ষেত্রে প্রথম ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি থেকে প্রথম ২টি উপায়, দ্বিতীয় ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি থেকে প্রথম ২টি উপায় এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি থেকে প্রথম ১টি করে উপায় অগ্রাধিকার তালিকা করা হয় যা উপায় বাস্তবায়ন খসড়া পরিকল্পনায় আছে । নিম্নে ৭টি উপায় বাস্তবায়নের জন্য ৫টি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অগ্রাধিকার নির্ধারন দেওয়া হলোঃ

ঝুঁকির বর্নণা	ঝুঁকির ব্যবস্থাপনার অগ্রাধিকার
বন্যার কারনে ১২০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৬০০০ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।	১
৯০০০ ঘরবাড়ি ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে	৭
৫০০গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে	১২
৩০০ পুকুরের মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হতে পারে ।	১৭
নদী ভাঙ্গনের কারনে ২০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ২০০ কৃষক পরিবারের ক্ষতি হতে পারে ।	২

৮০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জনগন গৃহহীন হতে পারে ।	৮
১০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে ।	১৩
ঘুর্নিঝড়ের কারনে ১০০০০ বিঘা জমির বিভিন্ন ফসলদি নষ্ট হয়ে ৫০০০ কৃষক পরিবার ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে ।	৩
৫৫০ ঘরবাড়ীর ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ।	৯
২০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে ।	১৪
প্রচন্ড খরায় ৭৫০০ বিঘা জমির বিভিন্ন ফসলাদি নষ্ট হয়ে ৩৪০০ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।	৪
৩৫০ গবাদীপশুর মারাত্বক ক্ষতি হতে পারে ।	১০
২০০ পুকুরের মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হতে পারে ।	১৫
শিলা বৃষ্টির কারনে ৪৫০০ বিঘা জমির ফসলাদি নষ্ট হয়ে ১৬০০ পরিবারের ক্ষতি হতে পারে ।	৫
২০০ গবাদী পশুর ক্ষতি হতে পারে ।	১১
২৪০ পুকুরের মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হতে পারে ।	১৬
৮০০ বিঘা জমিতে পানি আটকে চাষাবাদ করতে না পারায় ৪০০ কৃষক পরিবার মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।	৬

১৩.৪ । বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষন (মূল উপায়)ঃ

উপায়	উদ্দেশ্য	রাজনৈতিক/ সামাজিক	কারিগরি/ অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়িত্ব
বাধ নির্মান	বন্যার হাত থেকে ফসলাদি বাড়ীঘর পশুসম্পদ ও মৎস্য সম্পদ রক্ষা করা ।	পানি উন্নয়নবোর্ড দাতাগোষ্টির সাথে ইউপির সহযোগিতার্মলক আলোচনা	পানিউন্নয়ন বোর্ড ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় মাধ্যম পিআইও ও দাতা গোষ্ঠির আর্থিক সহযোগিতা ।	বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ইউনিয়নটি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে ।	ইউপি পরিষদের মাধ্যমে কমিটি গঠন করে এর স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করতে হবে ।
নদীর পাশে পাইলিং করা ।	নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে । ভাঙ্গন রোধ করে ।	পানি উন্নয়নবোর্ড দাতাগোষ্টির সাথে ইউপির সহযোগিতার্মলক আলোচনা	-পানি উন্নয়ন বোর্ড ও এলজিইডি -সরকার ও দাতা গোষ্ঠির আর্থিক সহযোগিতা ।	নদীর তীরে ভাঙ্গন রোধ হবে ।	ইউপি পরিষদের মাধ্যমে কমিটি গঠন করে এর স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করতে হবে ।
খাল খনন করা	☐ সেচের জন্য পানি সংরক্ষন ☐ জলাবদ্ধতা দূর করা ।	☐ চাষাবাদের ব্যাপক সুবিধা হবে । ☐ সাময়িকভাবে কিছু লোকের	☐ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় মাধ্যম পিআইও ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট থেকে কারিগরি সাহায্য	☐ জলাবদ্ধতা দূর হলে পরিবেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে ।	☐ প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রেজিং করে খালের গভীরতা রক্ষা করতে হবে ।

উপায়	উদ্দেশ্য	রাজনৈতিক/ সামাজিক	কারিগরি/ অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়িত্ব
		কর্মসংস্থান হবে ।	প্রয়োজন ।		
পুনর্বাসন প্রকল্প ।	প্রকৃত দু:স্থদের দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জীবন যাপনযাত্রার ইতিবাচক পরিবর্তন করা ।	সামাজিকভাবে মানুষ উপকৃত হবে ।	ত্রান ও পূনর্বাসন অধিদপ্তর ।	দু:স্থ্য মানুষ পূনর্বাসিত হবে ।	সঠিকভাবে চিহ্নিত করনের মাধ্যমে পুনর্বাসন করতে হবে ।
ড্রেন ও পাইপ লাইন তৈরী করা ।	জমি ও বসতবাড়ি থেকে পানি নি:স্কাষন করে সঠিক ভাবে চাষাবাদ ও জীবন যাপন করা ।	রাজনৈতিক কোন প্রভাব নেই বরং সামাজিকভাবে মানুষ উপকৃত হবে ।	-পানি উন্নয়ন বোর্ড -জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও দাতাগোষ্ঠির আর্থিক সহযোগিতা ।	এলাকার উন্নয়ন হবে ।	ইউপির মাধ্যমে কমিটি গঠন করে এর স্থায়ীত্ব নিশ্চিক করা ।
গভীর নলকুপ স্থাপন	❑ খরার সময় পানির চাহিদা মেটানো । ❑ সেচের জন্য পানি সংরক্ষন জলাবদ্ধতা দূর করা ।	❑ রাজনৈতিক ভাবে নেতিবাচক প্রভাব পরবেনা । ❑ চাষাবাদের ব্যপক সুবিধা হবে । ❑ সাময়িকভাবে কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে ।	❑ সরকার ও দাতা সংস্থার নিকট থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রয়োজন । ❑ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ ।	❑ খরার সময় পানির চাহিদা পুরন হলে কৃষক উপকৃত হবে । ❑ মানুষ শান্তিতে থাকবে । ❑	❑ কমিটি গঠন করে এর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে ।

১৩.৫ । বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষন (বিকল্প উপায়)ঃ

বিকল্প উপায়	উদ্দেশ্য	রাজনৈতিক/সামাজিক	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়িত্ব
বৃক্ষ রোপন করা	☐ ঢেউয়ের কবল থেকে রাস্তা রক্ষা করা । ☐ পরিবেশের উন্নয়ন । ☐ রাস্তার স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি । ☐	☐ রাজনৈতিকভাবে কোন প্রভাব নেই তবে সামাজিকভাবে লোক জন খুব উপকৃত হবে । ☐	☐ বন বিভাগের নিকট থেকে কারিগরি সাহার্য প্রয়োজন । ☐ সরকার ও দাতা সংস্থার নিকট থেকে অর্থনৈতিক সামায্য প্রয়োজন ।	☐ গাছ লাগালে পরিবেশের ব্যাপক উন্নতি হবে ।	☐ কমিটি গঠন এবং লোকবল নিয়োগ করে গাছপালার স্থায়ীত্ব এবং রক্ষনা বেক্ষন নিশ্চিত করতে হবে ।
জনগনের মাঝে প্রশিক্ষনের	☐ সহজে বন্যা মোকাবেলা করতে পারবে ।	☐ সকলে উপকৃত হবে । ☐ ব্যক্তি সমাজ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় ।		দুর্যোগকালীন সময়ে শিখণ গুলি কাজে

ব্যবস্থা করা।		সকলে উপকৃত হবে।			লাগানো।
আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান	□ দুর্যোগকালীন সময়ে জনগনের জান মালের নিরাপেত্তা বিধান □ গর্ভবতী মহিলাদের নিরাপত্তা বিধান। □ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের নিরাপত্তা বিধান।	□ রাজনৈতিকভাবে কিান প্রভাব নেই তবে সামাজিকভাবে লোকজন উপকৃত হবে। □	□ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় মাধ্যম পিআইও ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কারিগরি সাহায্য প্রয়োজন। □ সরকারী এবং দাতা সংস্থার নিকট থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রয়োজন।	□ আশ্রয় কেন্দ্রের চার পাশে গাছ লাগালে পরিবেশের ভারসাম্য উন্নত হবে।	□ কমিটি গঠন এবং লোকবল নিয়োগ করে এর স্থায়ীত্ব ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করতে হবে।

১৩.৬। চলমান কার্যক্রম ও সীমাবদ্ধতা

ঝুঁকি নিরসনের উপায়	চলমান কার্যক্রম	সীমাবদ্ধতা
বাধ নির্মান	❑ পর্যাপ্ত নয়	অর্থের অভাব
নদীর পাশে পাইলিং করা।	❑ পর্যাপ্ত নয়	অর্থের অভাব
খাল খনন করা	❑ পর্যাপ্ত নয়	অর্থের অভাব
পুনর্বাসন প্রকল্প।	❑ পর্যাপ্ত নয়	অর্থের অভাব
ড্রেন ও পাইপ লাইন তৈরী করা।	❑ পর্যাপ্ত নয়	অর্থের অভাব
আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান	❑ পর্যাপ্ত নয়	অর্থের অভাব
গভীর নলকুপ স্থাপন	❑ পর্যাপ্ত নয়	অর্থের অভাব

১৩.৭। বাস্তবায়নযোগ্য খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন (মূল উপায়)ঃ

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে অগ্রাধিকার ভিত্তিক খসড়া উপায় বাস্তবায়নের ছক অংশগ্রহনকারীদের মাঝে প্রদর্শন ও আলোচনা করা হয়। নিম্নের ছক অনুযায়ী অংশগ্রহনকারীদের কাছ থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিক খসড়া উপায় থেকে কে করবে, কখন, কিভাবে, কোথায়, অনুমিত ব্যয় এবং বিবেচনা ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহনকারীদের মতামত নেয়া হয়। যা নিম্নের টেবিলে বিস্তারিত দেয়া হলো:

মূল উপায়	কে করবে	কখন	কিভাবে	কোথায়	অনুমিত ব্যয়	বিবেচনা
বাধ নির্মান	ত্রা.পু.অ. এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড	□ নভেম্বর থেকে এপ্রিলে	❑ দাতাগোষ্ঠি ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায়	□ কালিকাপুর জিকেএস অফিস হতে রয়হাটি মাদ্রাসা হয়ে বিশ্বরোড পর্যন্ত বাধ নির্মান	২ কোটি টাকা	জমির মালিক ক্ষতিপূরণ চাইতে পারে।
নদীর পাশে পাইলিং করা।	LGED পানি উন্নয়ন বোর্ড	o নভেম্বর থেকে এপ্রিলে	❑ দাতাগোষ্ঠি ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায়	o ঘুরকা চুনিয়াপাড়া হতে রয়হাটি জুব্বার বাড়ী দক্ষীন সীমা পর্যন্ত পাইলিং তৈরী।	**২ কোটি টাকা**	❑ ২ কিমি
খাল খনন করা	ত্রা.পু.অ. এবং পানি উন্নয়ন বোড	□ নভেম্বর থেকে এপ্রিলে	□ স্থানীয় সরকার এবং ঠিকাদার এর মাধ্যমে	□ ইছলা দিগর হতে খুরকা খেয়াঘাট পর্যন্ত খনন □ ঘুড়কা খেয়াঘাট হতে ধুবিল কালিবাড়ী পর্যন্ত খাল খনন। □ দেওভোগ ব্রীজ হতে ধুবিল সীমান্ত পর্যন্ত খাল খনন।	৫০ লক্ষ টাকা	
গভীর নলকুপ স্থাপন	পানি উন্নয়ন বোড এবং জনস্বাস্থ্য	□ সুবিধা মত সময়ে	□ ইউপি এর সহায়তায়	সঠিক জায়গা চিহ্নিত করে	২০ লক্ষ টাকা	□

মূল উপায়	কে করবে	কখন	কিভাবে	কোথায়	অনুমিত ব্যয়	বিবেচনা
	বিভাগ					

১৩.৮ । বাস্তবায়নযোগ্য খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন (বিকল্প উপায়)ঃ

কিকল্প উপায়	কে করবে	কখন	কিভাবে	কোথায়	অনুমিত ব্যয়	বিবেচনা
পুনর্বাসন প্রকল্প ।	□ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়	□ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	□ স্থানীয় সরকারের সহযোগীতায় ।	□ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ঘুড়কা ইউপির দু:স্থদের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প ।	৫০ লক্ষ টাকা	□
ড্রেন ও পাইপ লাইন তৈরী করা ।	জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও পানি উন্নয়ন বোর্ড	□ শুকনো মৌসুমে নভেম্বর থেকে মে মাসের মধ্যে	□ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় শ্রমীক নিয়োগ করে ।	ঘুড়কা ইউপির গাড়াক্ষেত (২নং ওয়ার্ড ও বাওয়ানদী (ন নং ওয়ার্ড) এলাকার জলাবদ্ধতা দুরিকরনের জন্য ড্রেন/পাইপ লাইন তৈরী করা ।	১০ লক্ষ টাকা	□
আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়	□ শীত মৌসুমে	□ স্থানীয় সরকারের সহযোগীতায় ।	উপযুক্ত ও উচু স্থানে	৩ লক্ষ্য টাকা	□

১৪ । ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ বাস্তবায়নে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা

১৪.১ । সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডারদের মতামত ঃ

- ঘুরকা ইউনিয়নের কাটার খাল পূন খননে পরামর্শ দেন ।
- রাস্তা সংস্কারের ক্ষেত্রে ফাগুন চৈত্র মাসের পরিবর্তে শুষ্ক মৌসুম অর্থাৎ পৌষ থেকে বৈশাখ পর্যন্ত বর্ধিত করার মতামত দেন ।
- বাস্তবায়নযোগ্য সকল কাজ ইউপি সদস্য, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের যৌথ সমন্বয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে কাজ করার মতামত দেন ।
- রাস্তার স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির জন্য একটি রক্ষনাবেক্ষন কমিটি গঠন করার মতামত দেন ।

১৫। চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

চ্যালেঞ্জ ঃ

- উপযুক্ত অংশগ্রহণকারী বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও নারী অংশগ্রহণকারী নির্বাচন ।
- সরকারী কর্মকর্তা বিশেষ করে উপজেলা পরিষদের অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা ।
- সার সংকট থাকায় কৃষক শ্রেনীর উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ।

শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের প্রথম দিকে তথ্য প্রদানে মতামত দেওয়ার প্রবনতা কম থাকলেও পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে তাদের মতামত দেওয়ার প্রবণতা বেশী লক্ষ্য করা যায় ।
- এ ধরনের কর্মশালায় স্থানীয় জনগোষ্ঠির বিশেষত নারী প্রতিবন্ধী ও ভুমিহীন অংশগ্রহণকারীগণ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রনয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে ।
- সিআরএ প্রক্রিয়াটি অত্যান্ত কার্যকরী ছিলো যার ফলে জনগোষ্ঠির মতামতের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে ।

১৬. উপসংহার ঃ

ইউনিয়নের জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত বিভিন্ন আপদের সাথে যুদ্ধ করে জীবনযাপন করছে। সিআরএ কর্মশালার মাধ্যমে বের হয়ে এসেছে উক্ত ইউনিয়নের বিভিন্ন আপদের ঝুঁকি এবং নিরসনের উপায়। কর্মশালা চলাকালীন সময়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ভূমিহীন, প্রতিবন্ধী, নারী ও কৃষক দলের সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল প্রানবন্ত ও স্বতঃস্ফুর্ত এবং তারা সিআরএ সকল পদ্ধতিকে অনুসরন করে অত্যন্ত সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে তাদের এলাকার বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদান করেছেন। এছাড়া কর্মশালার প্রথম ও চুড়ান্ত পরিকল্পনায় পরোক্ষ স্টেকহোল্ডাগণ মতামত প্রদান করায় চুড়ান্ত পরিকল্পনাটি সংযোজন বিয়োজন করাতে পরিকল্পনাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিকল্পনাটি আংশিকও যদি বাস্তবায়ন হয় তাহলে প্রকৃত অর্থে জনগোষ্ঠির ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

পরিশিষ্টঃ

ষ্টেক হোল্ডার পরিচিতিঃ

১. অংশগ্রহনকারীদের নাম, পিতা/মাতার নাম, বয়স ও ঠিকানা (ডিএমসি, প্রাথমিক ও সেকেন্ডারী ষ্টেকহোল্ডার)

প্রাইমারী স্টেকহোল্ডার

ক্রঃ নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম	দল	ওয়ার্ড নং
০১	আ: রশিদ	ফয়েজ আকন্দ	৪৮	রায়হাটি	প্রতিবন্ধী	৬
০২	রাহিলা খাতুন	কুশা সেখ	৫৫	জগন্নাতপুর	প্রতিবন্ধী	৭
০৩	শাহাদত হোসেন	হযরত আলী	৪৫	,,	প্রতিবন্ধী	৭
০৪	মোছা: ফজুরী খাতুন	ফজল সেখ	৩৫	রায়হাটি	প্রতিবন্ধী	৬
০৫	মো: সুরুত জামান	মৃত, জাহমাদ	৪৫	ঘুড়কা	প্রতিবন্ধী	৫
০৬	শ্রী অধির সূত্রধর	মৃত, মহেশ সূত্রধর	৫০	,,	প্রতিবন্ধী	৫
০৭	মো: রইচ উদ্দীন	মৃত, ইদ্রিস আলী	৫০	কুতুবের চর	ভুমিহীন	৯
০৮	আ: ছাত্তার	ওছিমুদ্দিন	৫০	,,	ভুমিহীন	৯
০৯	ময়দান আলী	আজগর আলী	৪৫	মোরদিয়া	ভুমিহীন	২
১০	শাহাবউদ্দীন	সোবাহান	৪৫	ঘুরকা	ভুমিহীন	৫
১১	আবুবক্কর	মৃত, হারান আলী	৪৮	লাঙ্গল মোড়া	ভুমিহীন	৪
১২	সেজাব আলী	পীর বক্স	৪২	হাট ইচলা	ভুমিহীন	১
১৩	মাহেরা বেওয়া	মৃত, আদম আলী	৬০	জগন্নাথপুর	মহিলা	৭
১৪	বাহাতন বেওয়া	মৃত, তছের আলী	৬০	,,	মহিলা	৭
১৫	রেখা খাতুন	মকরোচ আলী	৪৫	কালিকাপুর	মহিলা	৩
১৬	ওজেরন বেগম	ময়দান	৫০	রয়হাটি	মহিলা	৬
১৭	রহিমা বেগম	আ: হালিম	৪৫	হাটইচলা	মহিলা	১
১৮	মিনু রানী	পিতা, সুনিলচন্দ্র	৩৮	বাসুদেবকোল	মহিলা	৮
১৯	জয়নাল শেখ	আ: ছামাদ	৪৫	ঘুরকা	কৃষক	৫
২০	হাফিজুর রহমান	মন্তাজ	৪৫	কালিকাপুর	কৃষক	৩
২১	আফছার আলী	ওমেদ আলী	৫০	ঘুড়কা	কৃষক	৫
২২	আ: হামিদ	একোন আলী	৫০	রয়াহাটি	কৃষক	৬
২৩	আমজাদ হোসেন	আলীমুদ্দীন	৪৫	বাসুদেবকুল	কৃষক	৮
২৪	বাসুদেব চন্দ্র	লিটন চন্দ্র	৪০	,,	কৃষক	৮

সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডার

ক্রঃ নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	ঠিকানা	পদবী
০১	ওসমান গনি	মৃত, মজিবর	৫০	ঘুরকা	চেয়ারম্যান
০২	সন্ধা রানী	সুরেশ চন্দ্র	৫৫	ঘুরকা	মেম্বর

০৩	মজিবর রহমান	জাহার বক্স	৫৬	**ঘুরকা**	ইউপি সচীব
০৪	মকবুল	মৃত, রমজান	৪৫	**ঘুরকা**	এস.ও.
০৫	প্রসন্ন কুমার	ইন্দ্রকুমার দাস	৫২	**ঘুরকা**	,,
০৬	মন করিম	মৃত, আকবর	৪৫	**ঘুরকা**	গন্যমান্য ব্যক্তি

সংযুক্তিঃ **সিআরএ কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের ছবি**

ঘুরকা ইউনিয়নে সিআরএ এর চুড়ান্ত পরিকল্পনা কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী দল দলীয় কাজের মাঝে বিভিন্ন তথ্য সংযোজন বিয়োজন করছে ।